# জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯৯ ● ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ১৫ ভাদ্র ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 99 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 1 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA


### কমেছে পরিযায়ী

বাম আমলের তুলনায় কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কমেছে বর্তমান সরকারের আমলে৷ শ্রম দফতরের দেওয়া তথ্যে জানা যাচ্ছে কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষার কারণেই পরিযায়ী কমছে

### চোখ রাঙাচ্ছে দুর্যোগ

দক্ষিণে চোখ রাঙাচ্ছে দুর্যোগ৷ বৃষ্টি কমবে উত্তরে৷ মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে৷ সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে

### আজ থেকে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু

### ইজরায়েলের বিমান হামলা খতম ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী

## রাজ্য খাদ্যের সুরক্ষা দেয়, বিজেপি ভাতে মারে

# বাংলাই দেশের মডেল

**প্রতিবেদন :** বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার রাজ্যের মানুষের জন্য যে খাদ্যসুরক্ষা দিয়েছে, তা সারা দেশে মডেল। মানুষকে খাদ্যের অধিকার দিয়েছে রাজ্য। বিজেপি-সহ বিরোধীরা সেই অধিকারকে সম্মান দেয় না। বিজেপি শুধু ভাষায় মারে, ভাতে মারে। রবিবার শহিদ নুরুল ইসলামের পরিবার-সহ খাদ্য আন্দোলনের সকল শহিদের প্রতি তাঁদের প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিজেপি-সহ বিরোধীদের একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে দিলেন বাংলায় খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বার্তা।

Mamata Banerjee
@MamataOfficial
X.com
Translate post
শহিদ নুরুল ইসলামের পরিবার-সহ খাদ্য আন্দোলনের সকল শহিদের প্রতি আজ তাঁদের প্রয়াণ-দিবসে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

খাদ্যের অধিকার মানুষের চিরন্তন অধিকার। আমাদের বিরোধীরা এই অধিকারকে সম্মান দেয় না বলে আমার খারাপ-লাগা আছে। বামপন্থীরা এক সময় খাদ্য আন্দোলনের ভান করেছিল, কিন্তু সরকারে থাকাকালীন মানুষকে অনাহারে মেরেছে: আমলাশোলের মতো ঘটনার কথা আমরা ভুলিনি। আর, বিজেপি তো ভাষায়-ও মারে, ভাতেও মারে। সব টাকা দিল্লিতে আটকে তারা বাংলার মানুষকে উপোস করিয়ে শেষ করতে চায়।

খাদ্যের অধিকারকে সম্মান জানিয়ে আমাদের সরকার এ রাজ্যের মানুষের খাদ্য সুরক্ষার জন্য যা করেছে, তা আজ সারা দেশের মডেল।

আমরাই চালু করেছি 'খাদ্যসাথী'র মতো যুগান্তকারী প্রকল্প, যার আওতায় রাজ্যের ৮ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ আজ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন। এর জন্য আমরা খরচ করেছি ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, খাদ্যের অধিকার মানুষের চিরন্তন অধিকার। আমাদের বিরোধীরা এই অধিকারকে সম্মান দেয় না বলে আমার খারাপ-লাগা আছে। বামপন্থীরা একসময় খাদ্য আন্দোলনের ভান করেছিল, কিন্তু সরকারে থাকাকালীন মানুষকে অনাহারে মেরেছে। আমলাশোলের মতো ঘটনার কথা আমরা ভুলিনি। আর, বিজেপি তো ভাষায় মারে, ভাতেও মারে। সব টাকা দিল্লিতে আটকে তারা বাংলার মানুষকে উপোস করিয়ে শেষ করতে চায়। খাদ্যের অধিকারকে সম্মান জানিয়ে আমাদের সরকার এ-রাজ্যের মানুষের খাদ্য সুরক্ষার জন্য যা করেছে, তা আজ সারা দেশের মডেল। আমরাই চালু করেছি 'খাদ্যসাথী'র মতো যুগান্তকারী প্রকল্প, যার আওতায় রাজ্যের ৮ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ আজ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন। এর জন্য আমরা খরচ করেছি ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা। 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পে গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ বাড়ির দোরগোড়ায় খাদ্যশস্য গ্রহণ করছেন। বাকি উপভোক্তারা তাঁদের সুবিধা ও পছন্দ অনুযায়ী রেশন দোকান থেকে খাদ্যশস্য গ্রহণ করছেন। এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই খরচ হয়েছে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এছাড়াও, 'মা' প্রকল্পে গরিব মানুষদের দুপুরের খাবার মাত্র ৫ টাকায় দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, খাদ্যসাথী প্রকল্পের জন্য চালের জোগান দিতে আমাদের সরকার এই বছর রেকর্ড ৫৬.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে,

(এরপর ১১ পাতায়)

### দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

#### সবার সেরা

মা-মাটি-মানুষ
সবার সেরা
বিশ্বজোড়া।
'মা, মাটি ও মানুষ'
সংকল্পের কল্পস্থান।
মা-মাটি-মানুষ
জীবনের ভোর
আঁধারে আশার আলো
মা-মাটি ভালো থাকলে
মানুষ থাকবে ভালো।
মা আমাদের অহংকার
মাটি মোদের অলঙ্কার
আর
মানুষ জগতের মণিহার
জগৎজোড়া আলো।

# অসমে ডি-ভোটার তালিকায় বাঙালিরা স্পষ্ট হিমন্ত সরকারের তীব্র বাংলা-বিদ্বেষ

**প্রতিবেদন :** অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিজেপি সরকারের তীব্র বাঙালি বিরোধিতা প্রকাশ্যে। একসময় অসমে বাঙালি খেদাও অভিযান হয়েছিল। সেই অভিযানেরই রেপ্লিকা দেখাচ্ছে বিজেপি সরকার। এবার বাঙালিদের ডি-ভোটার তালিকায় ফেলে দিল অসম সরকার। ডি-ভোটার অর্থাৎ ডাউটফুল ভোটার। যাদের এই ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়, তারা মূলত সন্দেহভাজন ভোটার। এই ক্যাটাগরিতে থাকা মানেই ভোটাধিকার হারানো এবং নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেওয়া। সবচেয়ে চক্রান্তমূলক যে বিষয়টি তা হল ডি-ভোটারদের বাড়িতে কোনও নোটিশ পাঠানো হয় না। পাড়ার কোনও দেওয়ালে বা গেটে নোটিশ লাগানো হয়। যদি কারও চোখে না পড়ে তবে সে বা তার পরিবার নাগরিকত্বের সঙ্গে ভোটাধিকারও হারাবে। সেই সঙ্গে স্থান হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। অর্থাৎ অসমে বাঙালিদের বিজেপি সরকারের চক্রান্ত স্পষ্ট। বাংলা এবং বাংলা বিরোধী অভিযান সফল করতেই হিন্দু-বাঙালি-সহ অন্যান্য বাঙালিদের ডি-ভোটারের তালিকায় ফেলা হয়েছে। এর পরবর্তী যে নিশ্চিতভাবে যে ডিটেনশন ক্যাম্প তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হিন্দু বাঙালি ভোটারদের বিরুদ্ধে যে মামলাটি ছিল তা প্রত্যাহার না করে হিমন্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাঙালিদের বিদেশি তকমা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়। প্রতিবাদ সর্বত্র।

## বিজেপির রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি নিগ্রহ

**প্রতিবেদন :** বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালি-নিগ্রহ চলছেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে কোথাও ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে, কাউকে ঠেলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার মুর্শিদাবাদের তিন পরিযায়ী শ্রমিককে অসমে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হল। আরেক রাজ্য ওড়িশায় বাংলায় কথা বলার জন্য বেধড়ক মারধর করল সেখানকার মানুষ। এমনকী থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশও মারধর করেছে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম ওই শ্রমিক মালদহে নিজের বাড়িতে কোনওমতে ফিরে এসেছেন। অসমে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানার

ওড়িশায় বাংলা বলায় বাংলার শ্রমিককে মারধর পুলিশ-স্থানীয়দের।

(এরপর ১১ পাতায়)

কিষান-খেতমজদুর সংগঠনের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চে বক্তব্য পেশ করছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রবিবার।

# বাংলার শক্তি জানে না জবাব হবে কড়ায়-গণ্ডায়

**প্রতিবেদন :** বিজেপির রাজ্যে রাজ্যে ভাষাসন্ত্রাস চরম আকার নিয়েছে। এখনও বাংলায় কথা বললেই নির্যাতনের শিকার হয়ে চলেছেন শ্রমিকরা। প্রতিবাদে বাংলায় ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে কিষান-খেতমজদুর সংগঠনের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল। এদিন সংগঠনের সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু ছাড়াও ধরনা-কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সহ-সভাপতি

(এরপর ১১ পাতায়)

২
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার

# নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

1 September, 2025 • Monday • Page 2 || Website - **www.jagobangla.in**

## তারিখ অভিধান

### ১৯২৪
**শৈলেন মান্না**

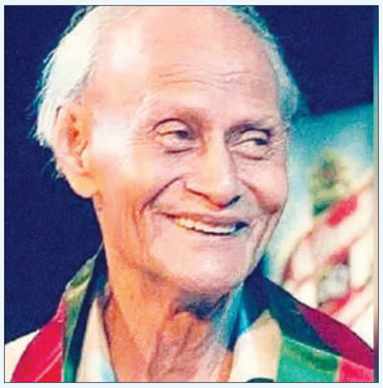

(১৯২৪-২০১২) এদিন হাওড়া জেলার ব্যাঁটরাতে জন্ম গ্রহণ করেন। কিংবদন্তী ফুটবলার। গোষ্ঠ পালকে যদি ভারতীয় ফুটবলের সম্রাট ধরা হয়, তাহলে তার পরবর্তী স্থানে উঠে আসতেই পারে ভারতীয় ফুটবলের প্রবল পরাক্রমী ডিফেন্ডার শৈলেন মান্নার নাম। তাঁর জীবনের আক্ষেপ মাত্র দুটিই, এক ১৯৪৮ সালে খালি পায়ে লড়াই করেও লন্ডন অলিম্পিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম পেনাল্টি মিস। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে লন্ডন অলিম্পিক-ই ছিল প্রথম আন্তজাতিক সফর। দুই, তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে ভারতীয় ফুটবল দলের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে না পারা। ১৯৫১ সালে মান্নার নেতৃত্বেই ভারতীয় ফুটবল দল এশিয়ান গেমসে সোনা জয় করে। গোষ্ঠ পালের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে ১৯৭১ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। সাল ২০০০, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে 'ফুটবল অফ দ্য মিলেনিয়াম' নামে আখ্যায়িত করে।

### ১৮৯৭
**পরিমল গোস্বামী**

(১৮৯৭-১৯৭৬) অবিভক্ত ভারতের ফরিদপুরে জন্ম নেন। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, রসরচনা ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার জন্য সমধিক পরিচিত। অত্যন্ত পরিচিত ও সাধারণ ঘটনাকে বৈপরীত্য সহযোগে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে, সেটি এক সিরিয়াস গল্প হয়ে ওঠে। অনেকে তাঁর এই দক্ষতার জন্য তাঁকে, এই বিষয়ের বিখ্যাত লেখক স্টিফেন লিককের স্বগোত্রীয় ভাবেন। বিভিন্ন সংস্থার প্রচার অধ্যক্ষ ও বেতার ভাষ্যকাররূপে তাঁর সুনাম ছিল। ১৯৪৫-১৯৬৪ তিনি যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় ও রবিবাসরীয় আসরে কাজ করেছেন। যুগান্তরে সরস ও রসাত্মক রচনা 'এক-কলমী' ছদ্মনামে লিখতেন। সাহিত্যকীর্তি ছাড়াও পরিমল গোস্বামী বৈঠকি গল্পে ও আলোচনায় আসর জমিয়ে রাখতেন। ফটোগ্রাফিতেও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

### ১৯১৪
**মৈত্রেয়ী দেবী**

(১৯১৪-১৯৯০) আজ জন্ম গ্রহণ করেন। স্বনামধন্য লেখিকা। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ন হন্যতে তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দেয়। এই উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৭৬-এ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। সাহিত্য ছাড়াও সমাজসেবায় অনন্য অবদান রেখেছেন। ১৯৭৭-এ তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হন।

### ১৯৩৯
**হিটলারের জামানি**

পোল্যান্ডে ঢুকে পড়ল। মূলত ফ্রান্স আর ব্রিটেন নিষ্ক্রিয় রইল, সেভাবে সাহায্য করল না সোভিয়েত রাশিয়া। হিটলার পোল্যান্ড দখল করায় শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

### ১৯৭৫
**তারাপদ চক্রবর্তী**

(১৯০৯-১৯৭৫) কলকাতায় পরলোক গমন করেন। কণ্ঠশিল্পী ও সঙ্গীতাচার্য। বাংলা খেয়াল ও বাংলা ঠুমরি গানের প্রবর্তক তিনি।

### ১৯১৪
**প্যাসেঞ্জার পায়রা**

প্যাসেঞ্জার পায়রা একটি বিশেষ প্রজাতির পাখি। এই প্রজাতির শেষ প্রতিনিধি এদিন ওহিওর চিড়িয়াখানায় মারা যায়। এরপর আর এই প্রজাতির পায়রার খোঁজ মেলেনি।

## নজরকাড়া ইনস্টা

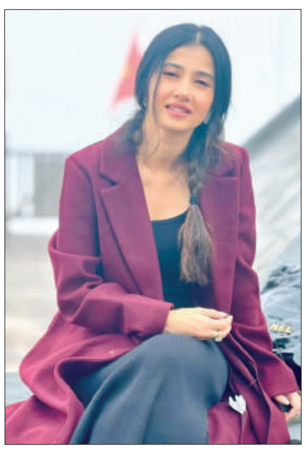

■ মনামি ঘোষ

■ প্রসেনজিৎ, ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে

■ সারা আলি খান

## পার্টির কর্মসূচি

শ্রীরামপুরে শ্মশানকালী পূজা প্রাঙ্গণে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে উপস্থিত সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, পুর পারিষদ সন্তোষকুমার সিং, পুরসদস্যা ঝুম মুখোপাধ্যায়, মিলন মুখোপাধ্যায় ও পূজা কমিটির সদস্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৪৮১

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | | ৪ |
| | ■ | | ■ | | ■ | ■ | |
| | ■ | ৫ | | | ৬ | | |
| ৭ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | ৮ | | ৯ |
| ১০ | | | ১১ | | | ■ | |
| | ■ | ■ | | ■ | | ■ | |
| ১২ | | | | ■ | ১৩ | | |

**পাশাপাশি :** ১. ভ্রান্তি ৩. গুণমানে সবার সেরা বা অতি উত্তম ৫. কাঠগোলা ৭. মুসলমান সামন্তশাসক বা বাদশাহের প্রতিনিধি ৮. পদবিবিশেষ ১০. দুটি পা ১২. রান্নাঘর ১৩. পাতলা, জলের মতো দ্রব।

**উপর-নিচ :** ১. সানন্দে যাপন ২. যা দিয়ে মাথা ঢাকা হয়, টুপি ৩. পঞ্জর ৪. সুন্দরভাবে অবস্থিত ৬. হাঁটু পর্যন্ত, আজানু ৯. মন্দর পর্বত ১০. ঘুরপাক ১১. প্রাপ্তযৌবনা নারী।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ১৪৮০ : পাশাপাশি :** ১. চক্রপাণি ৩. ময়ূখ ৫. অস্ত ৬. করেণু ৮. টিন ১০. ভাবালু ১১. জটিলা ১৩. নিতা ১৫. গায়েব ১৮. ছানি ১৯. দরিয়া ২০. ফলবান।
**উপর-নিচ :** ১. চটাচটি ২. পাচক ৩. মস্ত ৪. খনা ৫. অণুভা ৭. আলুনি ৯. নজর ১২. লাগানি ১৪. তালিবান ১৬. বগল ১৭. হ্লাদ ১৮. ছায়া।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালদহ ডিভিশনে রেলের ইন্টারলকিং কাজের জন্য শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত। বাতিল ৪৭টি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন

■ রবিবার। মেয়ো রোড। তৃণমূল কিষান খেতমজদুরদের ধরনায় নেতৃত্বে। রয়েছেন পূর্ণেন্দু বসু, সুব্রত বক্সি, জয়প্রকাশ মজুমদার, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তাজমুল হোসেন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

# আজ থেকে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু

**প্রতিবেদন :** বাংলার শ্রমিকদের উপর ভিনরাজ্যে আক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষার বিরোধিতায় আগামী সোমবার থেকে বসছে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। অধিবেশন শুরুর আগেই সর্বদলীয় বৈঠক ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক ডেকেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার দুপুর বারোটায় শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর দিনের অধিবেশন মুলতুবি হবে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে মূল আলোচনা। করম পুজোর কারণে বুধবার অধিবেশন বসবে না। বৃহস্পতিবারও একই ইস্যুতে আলোচনা চলবে।

বিশেষ অধিবেশনে দু'টি ইস্যু কেন্দ্রবিন্দুতে, বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর ধারাবাহিক হেনস্থা এবং নির্বাচন কমিশনের বিশেষ সমীক্ষা। এর পাশাপাশি সর্বসম্মতভাবে পাশ হওয়া একাধিক বিল রাজভবন ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অভাবে কার্যকর না হওয়ার প্রশ্নও উত্থাপিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আলোচনায় অংশ নেবেন। রাজ্য প্রশাসনের বক্তব্য, বিল আটকে যাওয়ায় মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এবং প্রশাসন আইনি জটিলতায় পড়ছে। কেন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকার কারণেই বিল অনুমোদন আটকে রাখা হচ্ছে।

গত ২৫ জুলাই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে 'অপরাজিতা বিল' ফেরত পাঠানো হয় রাজভবনে, যেখানে রাজ্যের কাছ থেকে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে সমস্ত অপেক্ষমাণ বিলের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে।

## ডাক্তারি ভর্তিতে অসংখ্য ভুয়ো সার্টিফিকেট ধরল রাজ্যই

প্রতিবেদন : ডাক্তারি ভর্তিতে অসংখ্য ভুয়ো তফসিলি উপজাতি শংসাপত্র জমা পড়েছে। আর তা ধরেছে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন এবং অনগ্রসর কল্যাণ দফতর। মোট ৪৫ জনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। এই ৪৫ জনের বিরুদ্ধে দফতর চিঠি দিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে। সম্প্রতি সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষার পর প্রথম বর্ষে ডাক্তারিতে ভর্তি শুরু হয়েছে। সেখানেই অভিযুক্ত এই ৪৫ জন। প্রথমে রাজ্য শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েসনের তরফে আদিবাসী উন্নয়ন দফতরে অভিযোগ জমা পড়ে। সেখানে বলা হয়, যারা শংসাপত্র দিয়েছে তারা আদৌ শিডিউল ট্রাইবের অন্তর্ভুক্তই নয়। স্বাস্থ্য দফতর এনিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। দোষী প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও স্বাস্থ্য দফতরকে রিপোর্টে জানাতে বলেছে অনগ্রসর কল্যাণ দফতর।

## গদ্দারই হোতা, অসংখ্য সুপারিশ, তোপ কল্যাণের

**প্রতিবেদন :** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই তালিকায় বিজেপির সুপারিশে অসংখ্য নাম রয়েছে। আর এদের সব চাকরিতে ঢুকিয়েছে গদ্দার অধিকারী। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, খবরেই বেরিয়েছে বিজেপি নেত্রীর নাম রয়েছে অযোগ্য-তালিকায়। দুটো মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের দায়িত্বে ছিল গদ্দার। এই জেলাগুলিতে গদ্দারের পাপের ফল এখন ভুগতে হচ্ছে। কল্যাণের চ্যালেঞ্জ, ক্ষমতা থাকলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করুন। বলুন, যে তালিকা বেরিয়েছে তা ঠিক নয়। এরপর যা হবে কোর্টে হবে। কল্যাণের প্রশ্ন, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, শামিমরা যাদের হয়ে মামলা করেছিল, তারা কি একজনও চাকরি পেয়েছে? যাদের জন্য মামলা করতে গিয়েছিল, তাদের চাকরি দিতে পারেনি উল্টে অন্যদের চাকরি খেয়েছে। জুনিয়ররা টাকা তুলেছে। এর তদন্ত হওয়া উচিত।

## এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র

**প্রতিবেদন :** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পথের দাবি' অবলম্বনে ১৯৭৭ সালে পীযূষ বসুর পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল উত্তমকুমারের ছবি 'সব্যসাচী'। এবার সেই সময়কালকেই উপন্যাস থেকে বড়পর্দায় তুলে আনতে চলেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। 'পথের দাবী'র একশো বছরে ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন ছবির নাম 'এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র'। প্রযোজনায় রানা সরকারের দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া এবং এসভিএফ।

## মিড ডে মিলের স্বাদ বদলে মাছ

**প্রতিবেদন :** বদলে যাচ্ছে মিড ডে মিলের স্বাদ। এবার থেকে নিয়মিত পাতে পড়তে পারে মাছ। এক সরকারি নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে এমনই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সেই মাছ চাষ করা হবে স্কুলের পুকুরেই। মিড ডে মিল নিয়ে সমগ্র শিক্ষা মিশন যে নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে তাতে বলা হয়েছে, সবজির পাশাপাশি স্কুল প্রাঙ্গণ বা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ করতে হবে এবং সেই মাছ মিড ডে মিলে দিতে হবে। এর আগে স্কুলের জমিতে সব্জি চাষ করেছে অনেক স্কুল। সেই সবজি মিড ডে মিলে দেওয়াও হয়। এবার স্কুল পড়ুয়াদের মেনুতে নতুন সংযোজন হতে চলেছে মাছ। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যেসব স্কুল প্রাঙ্গণে পুকুর রয়েছে সেখানে মাছ চাষ শুরু করে দিতে হবে। যেখানে খোলা মাঠ রয়েছে, সেখানে খেলার মাঠ অবশিষ্ট রেখে বাড়তি জায়গায় পুকুর কেটে মাছ করতে হবে। মাছ চাষের খরচ নিয়ে প্রশ্নে সমগ্র শিক্ষা মিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এটা মনে রেখেই মৎস্য দফতরের সঙ্গে আলোচনা আমরা করব। মৎস্য দফতর বিনামূল্যে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেয় এবং চারা পোনাও দেয়। এই সহযোগিতা যাতে স্কুলগুলিকে দেওয়া হয় তারজন্য শীঘ্রই শিক্ষা দফতর ও মৎস্য দফতরের আধিকারিকরা কথা বলবেন। উত্তর ২৪ পরগনার এক স্কুলে গিয়ে মাছ চাষের বিষয়টি ভাবনায় আসে পরিদর্শক দলের। কনকনগর সৃষ্টিধর ইনস্টিটিউটে গেছিলেন ওই পরিদর্শক দল। সেখানে তাঁরা দেখতে পান, পড়ুয়াদের মিড ডে মিলে মাছ দেওয়া হয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্কুলের পুকুরে যে মাছ চাষ করা হয় সেই মাছ পরিবেশনও করা হয়। তারপরেই বিষয়টি নিয়ে বিকাশভবনে আলোচনা শুরু হয়। ঠিক হয়, যেসব স্কুলে পুকুর রয়েছে বা পুকুর খননের জায়গা রয়েছে সেখানে মাছ চাষ করা হবে। কর্তারা বলছেন, আমাদের উদ্দেশ্য হল পড়ুয়াদের সুষম পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

## দৃষ্টিহীনদের স্বাস্থ্যসাথী, উৎসবের শহরে নজির অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমার

■ গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাব সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে 'চেতনায় স্বাস্থ্য কামনা' স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও দৃষ্টিহীন মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত সাংসদ মালা রায়, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, বরো চেয়ারম্যান চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর মৌসুমী দাস, প্রবীর মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

**প্রতিবেদন :** উৎসবের শহরে উজ্জ্বল উদাহরণ। এক মানবিক ব্যতিক্রমী উদাহরণ রাখলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জন্মান্ধ ও দুর্ঘটনায় দৃষ্টিহীনরাও এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় চলে এলেন। প্রথম ধাপে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৪০ জন দৃষ্টিশক্তিহীনকে এই পাঁচ লাখ টাকার চিকিৎসাবিমার আওতায় রবিবার নিয়ে এল গড়িয়াহাটের হিন্দুস্থান ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি। একইসঙ্গে শিবিরে নামগোত্রহীন, সহায়-সম্বলহীন, নিঃসঙ্গ শতাধিক পুরুষ ও মহিলাকেও এদিন হাতে হাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তুলে দিলেন পুজোর উদ্যোক্তারা। সৌজন্যে, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা পুজোর প্রধান উপদেষ্টা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। হাওড়া সালকিয়ার মানসী দত্ত বা মধ্যমগ্রামের অজয় পাল, দু'জনেই দৃষ্টিশক্তিহীন। প্রতিবেশীরা সবাই যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেছেন, তখন কেউই তাঁদের জানায়নি। অক্ষরজ্ঞান না থাকায় খবর পড়তেও পারেননি। স্বভাবতই মানসী-অরবিন্দদের মতো রাজ্যের বেশ কিছু দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষ এখনও মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম সেরা মানবিক প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা না পাওয়ায় তৎপর হলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। নিজে যে পুজোর কর্ণধার সেই গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাবকে বললেন স্বাস্থ্যসাথীর বিশেষ শিবিরের জন্য স্বাস্থ্য দফতরে চিঠি লিখতে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজস্ব নেটওয়ার্ক দিয়ে শিবিরে নিয়ে এলেন ৪০ জন দৃষ্টিহীনকে। পুজো কমিটির ব্যবস্থাপনায় বিশেষ স্ক্রিনিং ক্যাম্প বসিয়ে এদিনই সকলের হাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তুলে দিলেন অর্থমন্ত্রী।

■ হাওড়ার ৩৭ নং ওয়ার্ড তৃণমূল ও যুব তৃণমূলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও কৃতীদের সংবর্ধনা। ছিলেন অরূপ রায়, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

# সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

1 September, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## মডেল

এবার দৃষ্টিহীনদের পাশেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মানবিক প্রকল্প। স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় চলে এলেন দৃষ্টিহীন এবং দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারানো ব্যক্তিরা। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই বিরল প্রকল্পটিকে সামনে এনে জানিয়েছেন, বিভিন্ন জেলার ৪০ জন দৃষ্টিহীনকে নিয়ে প্রথম ধাপ শুরু হচ্ছে। প্রত্যেককে ৫ লাখ টাকার চিকিৎসা বিমার আওতায় নিয়ে আসা হবে। রবিবার এই সিদ্ধান্ত জানানোর পাশাপাশি নাম-গোত্রহীন, সহায়-সম্বলহীন শতাধিক পুরুষ ও মহিলার হাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তুলে দেওয়া হয়। পুজো কমিটির ব্যবস্থাপনায় এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মনে রাখার মতো। শুধু বাংলায় কেন, দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড একটি উদাহরণ তৈরি করেছে। কয়েক কোটি মানুষকে যেভাবে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে আনা হয়েছে, তা দেশের মধ্যে উদাহরণ তৈরি করেছে। যেভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং কন্যাশ্রী প্রকল্প রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি এবং অন্য রাজনৈতিক দলের সরকারগুলি নকল করছে, আগামী দিনে দৃষ্টিহীনদের পাশে দাঁড়ানোর যে উদ্যোগ সেটাও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। সরকারি হাসপাতালে বিনা অর্থে চিকিৎসা যে শেষ কথা নয়, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। একদিকে কেন্দ্রের বঞ্চনা, অন্যদিকে বিজেপির চক্রান্ত, এই দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও এই কাঠামোতে যেভাবে বিকল্প পথ দেখাচ্ছে বাংলার সরকার, সেটাই আগামী দিনের মডেল হয়ে থাকবে।

## e-mail থেকে চিঠি

### অহিংস ও সত্যাগ্রহী প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

আমাদের আশঙ্কা সত্যি হতে চলেছে। দেশের সংবিধান পাল্টাতে চলেছে। তার জন্য কোনো সাংবিধানিক নিয়ম কানুন ও মানা হচ্ছে না। কোনো আলোচনা ছাড়াই শাসকরা যা খুশি তাই করছে। সংবিধান সংশোধনী ৩টি বিল মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হঠাৎ করে সংসদে পেশ করা হয়েছে।দেশ জোড়া তীব্র প্রতিক্রিয়া আঁচ করে শেষ পর্যন্ত বিল তিনটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।নিজেদের আড়ালে রেখে বিরোধী রাজ্য সরকারগুলিকে সরাবার মতলব করা হচ্ছে।সামনে এক মহাবিপদ ঘনিয়ে আসছে, নেমে আসছে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার।গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাংলা ভাষা বলে নাকি কিছু হয়না। বাংলা ভাষায় কথা বললে, তাঁদের বাংলাদেশি বলে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এর ফলে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। দেখা দিচ্ছে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর আতঙ্ক। গরিব-শ্রমিক এবং সংখ্যালয় মানুষদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এ-এক গভীর যড়যন্ত্র বলেই মনে হচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যে সমস্ত বাঙালি শ্রমজীবী মানুষের উপর হামলা ও সন্ত্রাস চলছে, তাঁরা মূলত গরিব এবং প্রধানত নিম্নবর্ণ হিন্দু ও মুসলমান। এই হামলা মূলত সেই রাজ্যগুলির শ্রমজীবী বা অন্যান্য মানুষরা করছেন না। করছে পুলিশ প্রশাসন ও বানরসেনার দল।অমিত শাহদের বঙ্গভূমির দখল চাই। তারজন্য চলছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। বাংলা সর্বধর্ম সমন্বয়ের রাজ্য। তার সংস্কৃতিও আলাদা। এটা উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের পছন্দ নয়। নির্বাচন কমিশন ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার যড়যন্ত্রে লিপ্ত, ভোটাধিকার হারানো এবং ভোট দেওয়ার সুযোগ না থাকলে আমরা হারাব অনেক কিছুই। সরকারি সুযোগ সুবিধা বন্ধ হবে।কাগজপত্র চাওয়ার ফাঁদ পেতে যাঁদের কাছে জমির দলিল, জন্ম সার্টিফিকেট বা পুরনো নথি নেই তাঁদের 'অপর' বা বিদেশি বানিয়ে দেওয়া হবে।ভয় ও ঘৃনা ছড়িয়ে হিন্দু-মুসলিম-আদিবাসী-দলিতদের আলাদা করার চেষ্টা হবে। কাজ হারাবে গরিব মানুষ, দিনমজুর ও পরিযায়ী শ্রমিকরা। ডিটেনশন ক্যাম্পের আতঙ্ক সাধারন মানুষকে অমানবিক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়ার দিকে নিয়ে যাবে। এই আতঙ্কে অনেকেই আতঙ্কিত। তাই তো বলি বন্ধু,নিজের অধিকার জানুন। সচেতন হোন। প্রতিবেশী, আত্মীয়-বন্ধুদের এবিষয়ে অবহিত করুন। ভয় বা আতঙ্ক দূর করতে, সত্যিটা জানুন।সব ডকুমেন্ট সুরক্ষিত রাখুন। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, জমির দলিল, স্কুল কলেজের সার্টিফিকেট সংরক্ষিত রাখুন। সকলের নামের বানান ঠিক করান। এক্ষুনি।

— **সুদর্শন নন্দী, চন্দননগর, হুগলি**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

# সত্যিটা জানুন, জেনে কথা বলুন

স্বাধীনতার আগে এবং পরবর্তী কয়েক দশকে অন্য রাজ্যের শ্রমিকেরা কাজ করতে আসতেন পশ্চিমবঙ্গে। এ-রাজ্য থেকে তার তুলনায় সংখ্যায় কম কিছু দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক বাইরের রাজ্যে কাজে যেতেন। এখনও সেই ধারাই বহমান। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে রাজ্যের বিরোধীদের বক্তব্যের শেষ নেই। তাঁরা ভাবেন, দেখাতে চান আর তাই বলতে ভালবাসেন, রাজ্যে একটি শ্রমিক-বিরোধী সরকার বর্তমানে শাসন কার্য পরিচালনা করছে। এই জগাই-মাধাই-গদাইদের মধ্যে 'অফিসিয়ালি' পুটকিহীন রামেরা আর একটু রং চড়িয়ে বলেন, ৩৪ বছরের বাম শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গে হাতে হাতে কাজ ছিল, তাই পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কম ছিল। কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। তথ্য ও উপাত্ত স্পষ্টত সেই ইঙ্গিত করছে।

১. গত ১৪ বছরে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে রাজ্যে।

এবং ২. এই সংখ্যাটা ৪৫ শতাংশ বেড়েছিল বাম জমানার শেষপাদে।

বিস্তারিত তথ্যে নজর রাখলেই বিষয়টা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। সংশয়ের অবকাশ একেবারেই থাকবে না।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যার বিচারে দেশের মধ্যে শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। সে-রাজ্যের অন্তত ১.২৩ কোটি শ্রমিক ভিন রাজ্যে কর্মরত ছিলেন সেই সময়ে। বর্তমানে যোগী আদিত্যনাথের আমলে সেই সংখ্যাটা কত, তার কোনও সরকারি হিসাব প্রকাশ্যে বা পাবলিক ডোমেইনে নেই। সুতরাং সর্বশেষ যে তথ্য পাচ্ছি, সেই ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, পরিযায়ী শ্রমিকের তালিকায় উত্তরপ্রদেশের পরেই ছিল বিহার এবং তার পরেই রাজস্থান। পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল সাত নম্বরে।

সেই সময়ে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৪.০৫ লাখ। তাঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি, ১৪.৫২ লাখ। পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯.৫৩ লাখ। কিন্তু গত ১৪ বছরে মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে! রাজ্যের 'কর্মসাথী' প্রকল্প অনুযায়ী, নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২২ লক্ষ ৪০ হাজার।

যদিও বিরোধীদের মতে, নাম লেখানো নেই, এমন অংশ ধরলে বাইরে কর্মরতদের প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি।

সত্যি কথা। সেটা বাস্তব। রাজ্যের শ্রম দফতরও স্বীকার করছে, যে সংখ্যাটা বলা হচ্ছে, সেটি নথিভুক্ত। এমন পরিযায়ী শ্রমিকও রয়েছেন, যাঁদের নাম নথিভুক্ত নয়।

সেটা যেমন সত্যি, তেমনই এটাও তো মিথ্যে নয় যে, অতিমারি কালের পর রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে সরকারের খাতায় নাম নথিভুক্ত করার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। ফলে ফারাক খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। সংখ্যাটা বড়জোর ২-৪ লাখ কমবেশি হবে।

আবার ২০১১ সালের জনগণনায় উঠে আসা তথ্য বলছে, বাম জমানার শেষের দিকে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছিল। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, রাজ্যে যত জন পরিযায়ী শ্রমিক ছিল, সেই সংখ্যাটা ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ ৭.১৮ লক্ষেরও বেশি বৃদ্ধি পায় ২০১১-তে। সে তুলনায় রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। রাজ্যের 'কর্মসাথী' প্রকল্প অনুযায়ী, নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২২ লক্ষ ৪০ হাজার। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই হিসাব দিয়েছেন। অর্থাৎ, রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে অন্তত ১ লাখ ৬৫ হাজার।

ভিন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হেনস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতার সরকার। মূলত বিজেপি-শাসিত রাজ্যেই বাংলার শ্রমিকেরা আক্রান্ত হচ্ছেন। নথি-পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অকারণে পাকড়াও করা হচ্ছে। আটকে রাখা হচ্ছে দিনের পর দিন। বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করে অনেককে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভিন রাজ্যে 'আক্রান্তের শিকার' বহু পরিযায়ী শ্রমিক বাংলায় ফিরে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার জন্য উৎসাহ দিতে 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্প অনুযায়ী, রাজ্যে ফিরে এলে পরিযায়ী শ্রমিকেরা মাসে পাঁচ হাজার টাকা ভাতা পাবেন। বেশ কিছু দিন ধরেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল 'কর্মসাথী' প্রকল্পে। তার জন্য চালু আছে একটি পোর্টাল। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, এই দুই পোর্টালের সেতুবন্ধন করে তথ্য মেলানো হবে। তাহলেই বোঝা যাবে, বিরোধীদের বক্তব্যের অসারতা।

'শ্রমশ্রী' প্রকল্প ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'যাঁরা ফিরবেন, তাঁরা ভ্রমণ সহায়তা-সহ এককালীন পাঁচ হাজার টাকা করে পাবেন। পুনর্বাসন ভাতা এটা। এর মানে এক বছর, নতুন কাজের ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। বাংলায় যে ২২ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক বাইরে আছেন, তাঁরা সকলে 'শ্রমশ্রী'র সুবিধা পাবেন। যাঁরা করেননি, তাঁরা নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।' জানিয়ে ছিলেন, রাজ্যের 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের আওতায় শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকেরাও তার সুবিধা পাবেন।

অর্থাৎ, ফিরে আসা শ্রমিকদের কার কী দক্ষতা আছে, প্রথমে সেটা দেখা হবে। দক্ষতা থাকলে দরকারে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া আমরা 'জব কার্ড' দেব। কর্মশ্রী প্রকল্পে ৭৮ লক্ষ জব কার্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যে সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসাথী কার্ড দেবে। স্বাস্থ্যসাথী থাকবে। বাড়ি না-থাকলে কমিউনিটি সেন্টারে থাকার ব্যবস্থা হবে। স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের। কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রীর সুবিধাও পাবেন তাঁরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। শ্রমশ্রী পোর্টালে নাম তুললে তাঁদের একটা আই কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে। সেই সূত্রেই রাজ্য সরকারের সুযোগসুবিধা পাবেন তাঁরা।

স্মর্তব্য, 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করে কেউ যদি বাড়তি রোজগারের আশায় ভিন্ রাজ্যে চলে যান, সেক্ষেত্রে সরকারি অর্থ অপচয়েরও আশঙ্কা থাকছে। সরকারের তীক্ষ্ণ নজর তাই এই বিষয়টার ওপরেও থাকবে।

২১ অগাস্ট থেকে এই বিষয়ে কাজ শুরু করছে শ্রম দফতর। পোর্টাল চালু হলে পরিযায়ী শ্রমিকদের তাতে অন্তর্ভুক্তির কাজ শুরু হবে। কিন্তু তার আগে যেসব পরিযায়ী শ্রমিক ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছেন, তাঁদের অফলাইনে এই প্রকল্পের অধীনে আনার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়। শ্রম দফতর প্রতিনিধিরা জেলায় জেলায় শিবির করে প্রাথমিক ভাবে এই কাজ শুরু করছেন। মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুরে বহু পরিযায়ী শ্রমিক ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন। মূলত এই জেলাগুলিতেই শ্রম দফতরের প্রতিনিধিরা তাঁদের কাছে গিয়ে শ্রমশ্রী প্রকল্পে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

পরিশেষে, স্বাধীনতার আগে এবং পরবর্তী কয়েক দশকে অন্য রাজ্যের শ্রমিকেরা কাজ করতে আসতেন পশ্চিমবঙ্গে। এ রাজ্য থেকে কিছু দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক বাইরের রাজ্যে কাজে যেতেন। যাঁরা এখান থেকে ভিন রাজ্যে যেতেন তাঁদের চেয়ে ভিন রাজ্য থেকে এখানে আগত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। এখনও সেই ধারাই বহমান। পরিস্থিতি উল্টে যায়নি। মিথ্যে প্রচার করে লাভ নেই।

আর একটা কথা। কোনও অজুহাতেই ভোটার তালিকায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নিজ রাজ্যের বাসস্থান এলাকা থেকে বাদ দেওয়া চলবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাণ্ডুয়ায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল। রয়েছেন বেচারাম মান্না, তপন দাশগুপ্তরা



# অবহেলিত পাণ্ডুলিপি রক্ষায় ‘বই হাসপাতাল’ গড়ছে রাজ্য

**প্রতিবেদন :** আর অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকবে না দুষ্প্রাপ্য বই বা কোনও পাণ্ডুলিপি। অযত্নে পড়ে থাকা সমস্ত বই সংগ্রহ করে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করছে রাজ্যের গ্রন্থাগার দফতর। সেজন্য গড়ে তোলা হচ্ছে ‘বই হাসপাতাল’। রবিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বিশ্ব গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠানে জেলাভিত্তিক বুক রিপেয়ারিং ক্লিনিক খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ কথা জানান মন্ত্রী।

■ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন। বক্তব্য রাখছেন ব্রাত্য বসু। রয়েছেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দফতরের উদ্যোগে উদযাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিভাগীয় প্রধান সচিব ডঃ রাজেশ কুমার। সচিব জানান, আধুনিকীকরণ হয়েছে গ্রন্থাগারের। ডিজিটাল গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই ও পাণ্ডুলিপিগুলিও সংরক্ষণে। সেজন্যই বুক রিপেয়ারিং ক্লিনিকের ভাবনা। পাণ্ডুলিপি পুনরুদ্ধার করে তা শুশ্রূষার পর সংরক্ষিত হবে গ্রন্থাগারে।

এদিন লাইব্রেরি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়। ফলে পাঠকরা এবার মোবাইল অ্যাপে বই পড়তে পারবেন। মন্ত্রী জানান, বাড়িতে যেসব বই আলামারিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, সেগুলির দায়িত্বও এবার নিচ্ছে গ্রন্থাগার দফতর। যাঁরা মনে করেন, বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় বই পড়ে রয়েছে, তাঁরা চাইলে গ্রন্থাগারগুলিতে ওই বই দান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপেই আবেদন করা যাবে। গ্রন্থাগার বিভাগ সেই বই সংগ্রহ করে নেবে এবং সংরক্ষিত করে রাখবে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিধানসভায় এত বড় লাইব্রেরি। বিধায়কদের আবেদন করব, নিয়মিত লাইব্রেরিতে যান। দুষ্প্রাপ্য বই উদ্ধার ও সংরক্ষণের ভাল উদ্যোগ নিয়েছে গ্রন্থাগার দফতর। বুক রিপেয়ারিং ক্লিনিক রাজ্যেই সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

# কলকাতার দুর্গাপুজোয় মায়ের সজ্জায় মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি

■ শিল্পীদের হাত দিয়েই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল গয়নাবড়ি থিমের। (ডানে) গয়নাবড়ি তৈরিতে মহিলারা।

**প্রতিবেদন :** পুজো মানে উৎসব, পুজো মানে শিল্প। পুজোয় বাড়ে অর্থনীতি। আর পুজো মানে কলকাতা ও গ্রামবাংলার মেলবন্ধন। উত্তর কলকাতার রামমোহন সম্মিলনীর পুজোয় এবার নজরকাড়া উপস্থাপনা মাদুর্গার সাজ। সেই সাজেই তাঁরা গ্রামবাংলাকে মিলিয়ে দিতে চলেছেন শহর কলকাতার পুজোর সঙ্গে। তাঁদের মাতৃপ্রতিমা এবার সেজে উঠবে সাবেক মেদিনীপুরের ঐতিহ্যবাহী গয়নাবড়ির অলঙ্কারে। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের রানিচক গ্রামে সেই অলঙ্কার হাতে নিয়েই হয়ে গেল রামমোহন সম্মিলনীর থিম উদ্বোধন। উপস্থিত ছিলেন রামমোহন সম্মিলনীর চেয়ারম্যান কুণাল ঘোষ-সহ অন্যান্য সদস্যরা। ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া।

রাজা রামমোহন সম্মিলনী সর্বদা চেষ্টা করে গ্রামবাংলার সঙ্গে পুজোর সেতুবন্ধন তৈরি করতে। তাই কখনও পুজোর থিম হয় ঝাড়গ্রাম। কখনও থিম হয় সুদূর সমুদ্রের পাড়ে থাকা মৎস্যজীবী পরিবার। এর আগে বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা শিল্পী এই মণ্ডপে তাঁর অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন ঝিনুক দিয়ে ঠাকুর তৈরি করে, ঝিনুকের গয়না পরিয়ে। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে একটু প্রচারের আলোয় আনা বিশেষ লক্ষ্য থাকে কমিটির। সেই যোগসূত্র ধরেই মায়ের সাজসজ্জায় মেদিনীপুরের গয়নাবড়ির ভাবনা।

দুর্গাপুজো যে শুধুই আনন্দ উৎসব নয়, বাংলার অর্থনীতিও স্বনির্ভর হয়, তা অনুধাবন করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি ঠাকুর গড়েন, তিনি সারাবছর অপেক্ষা করেন পুজোর জন্য। ডেকরেটরের ব্যবসায়ী থেকে আলোকসজ্জার কর্মী, ফুলচাষি, পরচুলা থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পের সঙ্গে জড়িতরা থাকেন অপেক্ষায়। কুণাল ঘোষ বলেন, পুজোকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। সেই কারণেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো কমিটিগুলিকে সাহায্য দেন। এর আগে নয়ের দশকে মেদিনীপুরের মণ্ডপশিল্পীরা মণ্ডপ করে এসেছিলেন রামমোহন সম্মিলনীতে। এবারে রামমোহন সম্মিলনী তুলে ধরছে বাংলার শিল্প— গয়নাবড়িকে। সাবেক মেদিনীপুরের শিল্প। মেদিনীপুরের মা-বোনেরা সেই অপূর্ব বড়ি-শিল্পকে মায়ের অলঙ্কার রূপে তুলে ধরেছেন। মা-বোনেরা বড়ি বানাচ্ছেন। তাঁদের উঠোনে দাঁড়িয়ে থিম উদ্বোধন হল। এটাই থিম উদ্বোধনের সার্থকতা।

**তৎপর প্রশাসন**

## ছন্দে ফিরছে বিপর্যস্ত খানাকুল

**সংবাদদাতা, খানাকুল :** লাগাতার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত খানাকুল ব্লক। সর্বত্রই স্থবির হয়ে পড়েছিল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। স্কুল, দোকান, চাষের কাজ— সব কিছুই যেন থেমে গিয়েছিল। তবে অবশেষে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গত কয়েক দিনে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমেছে এবং নদীর জলস্তরও হ্রাস পেয়েছে। ফলে খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে জল নেমে যেতে শুরু করেছে।

প্রশাসনের তৎপরতায় অনেকটাই শুকিয়ে আসছে রাস্তাঘাট, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দ। রবিবার সকাল থেকেই গ্রামীণ রাস্তাঘাটে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। চাষিরাও মাঠে নেমে চাষের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। দীর্ঘ দুর্দশার পর জীবনে এই স্বাভাবিকতা ফিরে আসায় সাধারণ মানুষের মুখে দেখা যাচ্ছে স্বস্তির হাসি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এতদিন ধরে জলের মধ্যে বন্দি থাকার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। অনেকে ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রশাসনের সাহায্যে এখন নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছেন।

■ বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠক। বক্তব্য রাখছেন জেলা সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার। রয়েছেন জেলার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-সহ অন্যরা।

■ বেনিয়াপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে খুঁটিপুজো ও রক্তদান শিবিরে উপস্থিত সাংসদ মালা রায়, মেয়র পারিষদ সদস্য বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্যোক্তা রবি দাস, আশিস দাস-সহ ক্লাবকর্তারা।

■ কাঁচরাপাড়ার জনসভায় সাংসদ পার্থ ভৌমিক, আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সুবোধ অধিকারী, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী-সহ বীজপুরের নেতৃত্ব।

■ মথুরাপুর-১ নং ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল। রয়েছেন সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক অলোক জলদাতা-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। রবিবার।

■ বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রবিবার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বেগমপুর বিবিপুর অঞ্চলে সভা। ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক এটিএম আবদুল্লা, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ঘোষ-সহ অন্যরা।

রাজ্য
1 September, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

**মঙ্গলবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, নদীয়া, ঝাড়গ্রামে বাড়বে বৃষ্টি**

# বাম জমানার তুলনায় রাজ্যে কমেছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা

**প্রতিবেদন :** রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে বাম আমলের তুলনায়। বর্তমানে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২২ লক্ষ ৪০ হাজার। ২০১১ সালে যা ছিল ২৪ লক্ষ ৫ হাজার। অর্থাৎ গত ১৪ বছরে রাজ্য ছেড়ে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যাওয়ার প্রবণতা প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার কমেছে বলে শ্রম দফতরের দেওয়া তথ্যে উঠে এসেছে। নবান্ন মনে করছে, কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

তথ্য বলছে, রাজ্যে এখন অনেকেই নিজেদের জেলায়, এমনকি গ্রামাঞ্চলেই কাজ পাচ্ছেন। ২০০১ থেকে ২০১১ সালে যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ বেড়েছিল, সেখানে ২০১১-র পরে ছবিটা পাল্টেছে। তৃণমূল সরকার দাবি করছে, কৃষিজীবী থেকে শুরু করে গ্রামীণ যুবকেরা এখন আর বাধ্য হয়ে কাজের খোঁজে বাইরে যাচ্ছেন না। সম্প্রতি ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা, ভিনরাজ্য থেকে ফিরে আসা প্রতিটি শ্রমিককে দেওয়া হবে এককালীন ৫ হাজার টাকা পুনর্বাসন ভাতা। শুধু ভাতা নয়, হাতে তুলে দেওয়া হবে পরিচয়পত্র, যাতে সহজেই মিলবে সরকারি পরিষেবা। যাঁদের দক্ষতা নেই, তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের মাধ্যমে। পাশাপাশি খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী— সব প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে যাবে তাঁদের কাছে।

শুধু তাই নয়, যাঁদের বাড়ি নেই, তাঁদের জন্য তৈরি হবে কমিউনিটি সেন্টারে থাকার ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা হবে। কর্মশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হবে জব কার্ড, সঙ্গে থাকবে ঋণের সুযোগও। রাজ্যের দাবি, এই পদক্ষেপ শ্রমিকদের শুধু পুনর্বাসন নয়, আত্মমর্যাদার লড়াইতেও জিততে সাহায্য করবে। নবান্নের মতে, একদিকে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যেতে হবে না, অন্যদিকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ ও সরকারি সুরক্ষা মিলিয়ে তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থানের দিগন্ত। রাজনৈতিক মহলের অনেকেরই মত, এই প্রকল্পের জেরে বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যার সমাধান ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। আগামী দিনে এটাই হবে রাজ্যের কর্মসংস্থানের বড় শক্তি।

# স্বচ্ছতায় সেরা বসিরহাট পেল আবর্জনামুক্ত শহরের সম্মান

■ আবর্জনামুক্ত শহরের সম্মান হাতে পুরপ্রতিনিধিরা।

**সংবাদদাতা, বসিরহাট :** বসিরহাট পুরসভার মুকুটে আরও এক নয়া পালক। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবারও সম্মানিত হল পুরসভা। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ও নগরোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে পরিচালিত স্বচ্ছ মিশন ২.০-এর অংশ হিসেবে সম্প্রতি বসিরহাট শহরের পাশাপাশি সারা রাজ্য জুড়ে চালানো হয়েছিল এক বিশেষ সমীক্ষা। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে বর্জ্য পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের ব্যবহার কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা যাচাই করা হয়। সমীক্ষার ফলাফলে বসিরহাট পুরসভা পেয়েছে গর্বের স্বীকৃতি আবর্জনামুক্ত শহরের তকমা। নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রশাসনের উদ্যোগের ফলেই এই সম্মান এসেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এই সাফল্যের পর শহরজুড়ে আনন্দ ও গর্বের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় ক্লাব, স্কুল এবং সামাজিক সংগঠনগুলিও দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগিয়েছিল। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টারই স্বীকৃতি এই সাফল্য। একাধিক কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে বসিরহাট পুরসভার পুরমাতা অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী জানান, আগামী দিনে আধুনিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি দরজায় দরজায় বর্জ্য সংগ্রহ, ভেজা ও শুকনো আবর্জনা আলাদা করার প্রকল্প আরও জোরদার করা হবে। পরিবেশবিদদের মতে, এই সাফল্যের ফলে বসিরহাট শুধু জেলার নয়, গোটা রাজ্যের মধ্যেই একটি রোল মডেল শহর হিসেবে উঠে এসেছে। এতে যেমন দূষণ কমবে, তেমনি নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানও অনেকটা উন্নত হবে। প্রশাসনের আশা নাগরিকদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে বসিরহাট পৌরসভা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্বাস্থ্যকর শহর হিসেবে গড়ে উঠবে।

# পুজোয় চাই নতুন বই, উপচে পড়া ভিড় শারদ বই পার্বণে

**অংশুমান চক্রবর্তী**

■ রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে চলছে শারদ বই পার্বণ। স্টলে স্টলে বইপ্রেমীদের উপচে পড়া ভিড়। রবিবার।

নতুন পোশাক, নতুন জুতো ছাড়া পুজো হয় না। পাশাপাশি চালু হয়েছে নতুন ট্রেন্ড— পুজোয় চাই নতুন বই। সাধারণ পাঠকদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড। তাঁদের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগিতায় দশ বছর ধরে রবীন্দ্রসদন নন্দন চত্বরে আয়োজিত হচ্ছে 'শারদ বই পার্বণ'। শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বসেছিল চাঁদের হাট। রবিবার দ্বিতীয় দিন উপচে পড়েছে পাঠকের ভিড়। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানালেন, জমে উঠেছে শারদ বই পার্বণ। আমরা খুব খুশি। গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে জানালেন, প্রথম রবিবার এত মানুষ আসবেন ভাবতেই পারিনি। মেলার যাঁরা এসেছেন প্রায় প্রত্যেকেই এক বা একাধিক বই কিনেছেন। হাতে বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থার বইয়ের প্যাকেট নিয়ে ঘুরছেন। দেখে ভাল লাগছে। আবহাওয়াও চমৎকার। আগামী দিনগুলোতে আশাকরি আরও ভিড় হবে।

বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন বইপ্রেমীরা। নতুন বইয়ের পাশাপাশি বিশেষ ছাড়ে বিক্রি হচ্ছে পুরোনো বই। চাহিদা রয়েছে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ছড়া, কবিতা, ভ্রমণের বইয়ের। শারদ-সংখ্যা, পূজাবার্ষিকী ছিল, আছে, থাকবে। পাশাপাশি পুজোর মুখে বই নিয়ে উন্মাদনা দেখে খুশি প্রকাশকরা। নূর ইসলাম জানালেন, বইয়ের কদর কমেনি। বরং বেড়েছে। স্টল খোলা মাত্রই ভিড় জমাচ্ছেন পাঠকরা। দীপ্তাংশু মণ্ডল বললেন, পুজোকে সামনে রেখে বইয়ের প্রতি সমানুষের আগ্রহ দেখে ভালো লাগছে। বই হয়ে উঠেছে উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। নতুন মাস পড়লে বিক্রি আরও বাড়বে।

# মন্ত্রীর গাড়িতে ধাক্কা লরির

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** হঠাৎই বিপত্তি, দুর্ঘটনার কবলে পঞ্চায়েত ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের গাড়ি। রবিবার দুপুরে হাওড়ার ডোমজুড়ে ১৬ নম্বরের জাতীয় সড়কে লালবাড়ি বাস স্টপেজের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মন্ত্রীর গাড়িটি। স্থানীয় সূত্রের খবর, দুপুর দেড়টা নাগাদ ডানকুনির দিক থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিলেন মন্ত্রী। সেই সময়েই ডোমজুড়ের সলপের কাছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে তাঁর গাড়ি। তীব্র গতিতে ছুটে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইকে ধাক্কা মারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনার জেরে মন্ত্রীর গাড়ির পিছনের অনেকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। প্রদীপবাবুকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে বের করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অপর একটি গাড়িতে তাঁকে কলকাতায় পৌঁছে দেয় পুলিশ। প্রদীপ মজুমদার জানান, লরিটি আমার গাড়িতে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেলে, পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি দুজন বাইক আরোহী রাস্তায় পড়ে

রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে ওদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলি গাড়িটিকে ধরতে। লরিটির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। আমি সুস্থ আছি। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী জানান, লরির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ঘাতক গাড়িটিকেও। কী করে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

■ বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার ও বাংলা ভাষার অপমানের প্রতিবাদে আমতার সাবসিটে খালনা মোড় থেকে গদি বাজার পর্যন্ত বিধায়ক সুকান্ত পালের নেতৃত্বে তৃণমূলের মিছিল।

■ মধ্যমগ্রামে ছাত্রছাত্রী ও মায়েদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ ও পুর পারিষদ অরবিন্দ মিত্র। রবিবার।

# ধর্ষণ, ধৃত অভিযুক্ত

**প্রতিবেদন :** এবার গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ। ৬ মাসের আগের ঘটনায় শনিবার মূল অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত মার্চ মাসে সামাজিক মাধ্যমে তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অভিযুক্ত দীপ ভট্টাচার্য। নিজেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক পরিচয়ে তরুণীর সঙ্গে কথাবার্তা বাড়লে নম্বরও আদানপ্রদান হয়। শেষে প্রিন্সেপঘাটে দেখা করতে এসে অভিযুক্ত তরুণীকে নৌকায় গঙ্গা ঘোরানোর প্রস্তাব দেয়। প্রিন্সেপঘাট থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত ঘোরার জন্য তারা নৌকায় উঠলে সেখানেই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

বাংলা-বিদ্বেষের প্রতিবাদে রায়গঞ্জে মিছিলে মোশারফ হোসেন



## তৃণমূলে যোগদান

■ দলের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপি ছাড়ল ২০০টি পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতে তাঁরা হাতে তুলে নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা। রবিবার হেমতাবাদ ব্লকের গিয়াশিল চণ্ডীমণ্ডপ এলাকায়। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি আশরাফুল আলি ও হেমতাবাদ অঞ্চল সভাপতি সজিরুদ্দিন আহমেদ।

## বিদ্বেষের প্রতিবাদ

■ ভিন রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা, গায়ের জোরে এনআরসি নোটিশের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে গর্জে উঠেছে তৃণমূল। রবিবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মোয়ামারি দোমুখা বাজারে হল প্রতিবাদ সভা। ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

## ফেডারেশনের মিছিল

সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের মিছিল অনুষ্ঠিত হল মালদহে। রবিবার মালদহ শহরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনভুক্ত কৃষি শাখার জেলা কমিটির সাংগঠনিক সভা উপলক্ষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শুরু হয় মালদহ টাউন হলের সামনে থেকে। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে মিছিলকারীরা সাংগঠনিক সভায় মিলিত হন।

## প্রশাসনিক বৈঠক

■ নবি দিবস নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল ডালখোলা পুরসভার ভবনে। রবিবার এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা পুলিশ মহকুমা আধিকারিক রবিরাজ অবস্থি, চেয়ারম্যান স্বদেশ চন্দ্র সরকার, থানার ওসি দিব্যেন্দু দাস, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও ইমাম মোয়াজ্জেমরা। প্রতিবছর বিশ্ব নবির জন্মদিবস উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচি গৃহীত হয়। নির্বিঘ্নে নবি দিবস সম্পন্ন করার পাশাপাশি পুলিশি আয়োজন নিয়ে এই বৈঠকটি করা হয়।

### রাজ্যের উদ্যোগ ■ সময়ের আগেই সম্পন্ন সংস্কার কাজ

# খুলল তিস্তা ব্যারেজ সেতু

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে চলছে উন্নয়নের কাজ। নির্ধারিত সময়ের আগেই সংস্কারকাজ শেষ করে খুলে দেওয়া হল গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ সেতু। রাজ্যের জনস্বার্থে বরাদ্দ সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করাই নয়, বরং আরও দ্রুতগতিতে তা সম্পূর্ণ করতে বিশেষ উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। বেশি সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ চালানো হয়। ফলে প্রত্যাশার আগেই সেতুটি আবারও মানুষের জন্য উন্মুক্ত হল। রবিবার উৎসবমুখর পরিবেশে বেলুন উড়িয়ে সেতুটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ ও জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ-সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তারা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। তিস্তা ব্যারেজ সেতু ঘিরে গড়ে ওঠা এই এলাকার পর্যটন কেন্দ্র ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে প্রতিদিন ভিড় জমে দেশ-বিদেশের পর্যটকের। স্থানীয় মানুষও এই সেতু দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে পারেন।

■ মন্ত্রী, বিধায়কের উপস্থিতিতে খুলে দেওয়া হল গজলডোবা সেতু।

সেতুটি শুধু ভ্রমণকারীদের নয়, এলাকাবাসীর জীবনযাত্রা সহজ করার পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিতেও গতি এনেছে। মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নতি। সেই লক্ষ্যেই এই ধরনের প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। মানুষের সুবিধাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। অন্যদিকে মহুয়া গোপ জানান, তৃণমূল সরকারের উদ্যোগে গজলডোবা আজ রাজ্যের একটি অন্যতম পর্যটন গন্তব্য। এই সেতুর সংস্কার আগেভাগেই শেষ হওয়ায় আগামী পুজোর মরশুমে পর্যটন আরও বাড়বে। এর ফলে স্থানীয়দের আয়ও বহুগুণ বাড়বে। তৃণমূল সরকারের এই পদক্ষেপে খুশি সাধারণ মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, এমন উন্নয়নমুখী কাজে সরকারের অঙ্গীকার উত্তরবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরও অনেক দূর।

## শিবিরে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া, প্রচারে কর্মীরা

**সংবাদদাতা, কোচবিহার :** আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া। পরিষেবা পেয়ে আপ্লুত সকলে। ব্যানার হাতে শিবিরের প্রচারে নামলেন দলীয় কর্মীরা। কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এমনই উন্মাদনা দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে। ঢ্যাড়া পিটিয়ে গ্রাম ঘুরতে দেখা গেছে কোচবিহার ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের হককে। সঙ্গে ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যরা ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। হাতে ছিল ফেস্টুন। তাতে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ও আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত তথ্য। জানা গেছে সোমবার গুড়িয়াহাটি ২ অঞ্চলে হবে শিবির। ৮ এর ১৬৮ ও ১৬৯ নম্বর বুথ নিয়ে এই শিবির হবে কোচবিহার ১ ব্লকের হরিণচওড়া বাণী নিকেতন গার্লস হাইস্কুলে। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে এই শিবির। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের হক বলেন, আজকে পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প নিয়ে ঢাক বাজিয়ে এলাকার সাধারণ নাগরিককে আগামিকালের ক্যাম্পে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় গ্রামে বুথগুলি দশ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ হবে শুনে খুশি গ্রামবাসীরা। আগামিকাল ব্যাপক ভিড় হবে শিবিরে।

■ ব্যানার হাতে প্রচারে দলের কর্মীরা।

## পুজোর আগেই রাস্তার সংস্কার

**সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার:** পুজোর আগেই রাস্তা রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। চেপানি চৌপতি থেকে শামুকতলা পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। আর সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগ। সামনেই পুজো, তাই এই রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ মানুষ যাতে দুর্গাপুজোয় দুর্ভোগের শিকার না হয় তাই এই সংস্কার করার কাজ হাতে নিয়েছে শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত ও আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। জেলা পরিষদের অধীনে থাকা এই রাস্তাটি পুনরায় নতুন করে নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিতে চলেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ। কিন্তু সেই কাজ সম্পন্ন হতে বেশকিছু সময় লাগবে। তাই পুজোর আগেই সংস্কারের কাজ করে মানুষের চলাচলের সুবিধা করে দিতে চাইছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি।

# কলম্বিয়া, কেনিয়াকে টেক্কা দিচ্ছে কালিম্পংয়ের কফি

কায়েস আনসারি ● দার্জিলিং

কালিম্পং বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আদিগন্ত পাহাড় আর সবুজ প্রকৃতি। আরও একটা জিনিস রয়েছে। সেটা হল চা, দুটো পাতা একটা কুঁড়ি। তবে রাজ্যের উদ্যোগে কফি চাষ শুরু হয়েছে কালিম্পংয়ে। ইতিমধ্যে সেই কফি টেক্কা দিচ্ছে কলম্বিয়া, কেনিয়াকে। কালিম্পংয়ের কফি বিশ্বের বাজারে আরও ছাড়িয়ে দিতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। এই মর্মে সম্প্রতি, কফি চাষ ও চারা বিতরণ সম্পর্কিত একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কলিম্পংয়ের আলগারায় হয়। লাভা ব্লকের

১৫০ জন কৃষকের মধ্যে প্রায় ১.৪৮ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়। গরুবাথান ব্লকের ল্যাঙ্গসেলে আরও ৩০,০০০ বিতরণ করা হয়। আগামী সেপ্টেম্বর, মিরিকে ৫০,০০০ চারা বিতরণ করা হবে। সরকার কালিম্পং কফিকে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড হিসাবে প্রচার করছে, তাই রফতানির উপর ফোকাস। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি। তাই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন কৃষি দফতরের এক আধিকারিক।

প্রসঙ্গত, কালিম্পংয়ে কফির চাষ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। তবে ছোট করে। এখন তা আড়েবহরে বেড়েছে। বর্তমানে কালিম্পংয়ের ৪০০ একর জমিতে রমরমিয়ে চলছে কফিচাষ। ভালুখোপ, আলগারাহ, গিম্বালিং ও লেলেগাঁওয়ের বুকে তৈরি হয়েছে কফি চাষের ক্লাস্টার। লেখা হচ্ছে নতুন ইতিহাস।

## ২৬-এর প্রস্তুতি

■ অভিজিৎ দে ভৌমিকের নেতৃত্বে চলছে বৈঠক।

**সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সংগঠনকে চাঙ্গা করতে চলছে বৈঠক। রবিবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার বিভিন্ন বুথ কমিটি নিয়ে পরপর বৈঠক করছেন দলের জেলা সভাপতি। রবিবার দুপুরে নিউটাউন মোড় সংলগ্ন তৃণমূল জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ওই প্রসঙ্গে বলেন, দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র ৯টি অঞ্চল এলাকার ১৭৪টি বুথ। সবগুলো বুথকে ডেকে ডেকে বুথ কমিটি পুনর্গঠন করা হচ্ছে এবং যেখানে যেমনভাবে রদবদল প্রয়োজন সেভাবে রদবদল করা হচ্ছে। মূলত ২০১৯ সালে কি ফলাফল ছিল, ২০২৪-এ কী ফলাফল হয়েছে, সেই সমস্ত বিষয়ের উপর নজর রেখেই আলোচনা-পর্যালোচনা করা হচ্ছে। মূলত ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে এখন থেকেই ঘর সাজাতে ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস। সব বিধানসভাতেও একই ভাবে বুথ স্তর পর্যন্ত চলবে আলোচনা।

## উদাসীন কেন্দ্র

**সংবাদদাতা, মালদহ:** কেন্দ্রের উদাসীনতার ফল ভুগতে হচ্ছে ভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের। অতিবৃষ্টির কারণে মালদহের ভুতনিতে চলছে ভাঙন। শতাধিক পরিবার দিশেহারা। প্রায় একমাস আগে জলস্তর বাড়ায় প্রায় পাঁচশো পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল রিং বাঁধে। কিন্তু বাঁধও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁরা ফের আশ্রয়হীন হওয়ার মুখে। তিনদিন ধরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা নদীর জল এবার ভেঙে দিয়েছে পশ্চিম রতনপুরের সদ্যনির্মিত রিং বাঁধ। শুক্রবার রাতেই বাঁধের বিস্তীর্ণ অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। এখন বালির বস্তা ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা চলছে, তবে কতদিন টিকে থাকবে সেই বাঁধ—তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড়সড় প্রশ্ন। তবে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বহু পরিবার এখনও বাঁধের ওপরই অবস্থান করছেন। ভাঙন রুখতে কোনও বরাদ্দ নেই কেন্দ্রের, যার ফলে বারে বারে বিপদে পড়তে হচ্ছে ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষদের। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

1 September, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

# বাঁকুড়ায় দুই সমবায়ে বিরাট জয়

■ সমবায়ে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। রবিবার।

**প্রতিবেদন** : ফের সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার। বাঁকুড়া ২ ব্লকের বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেন্দড়া ও কোতুলপুর সমবায় সমিতির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল তারা। তবে নজর এখন বাঁকুড়া ২ ব্লকের জুনবেদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবনি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির উপর। সেখানে হবে ত্রিমুখী লড়াই। ১২ আসনের সবকটিতে তৃণমূল প্রার্থী দিলেও বিজেপি ৮ এবং সিপিএম ৭ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। বাঁকুড়া ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিধান সিং বললেন, সেন্দড়া, কোতুলপুর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের পরেই প্রমাণিত মানুষ আমাদের সঙ্গে। বিরোধীরা শালবনিতে সবক'টি আসনে প্রার্থীই দিতে পারেনি! মানুষ আমাদের উন্নয়নের কাজকে সমর্থন করেছেন। সেন্দড়া, কোতুলপুর তারই প্রমাণ। ১৮ সেপ্টেম্বর শালবনিতে ভোটের পরে নিশ্চিত হয়ে যাবে মানুষ কাদের পাশে। বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেন্দড়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে নটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয় পেয়েছে। নতুন চেয়ারম্যান হলেন জগন্নাথ মণ্ডল, সম্পাদক সৌমিত্র নন্দী। বোর্ড গঠনের আগেই উৎসবের আনন্দে মেতেছে তৃণমূল শিবির।

বাঁকুড়া ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিধান সিংয়ের দাবি, মানুষ উন্নয়ন চেয়েছে, তাই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ানোর সাহসই পাইনি। একই ছবি কোতুলপুরেও। ফার্মার্স সার্ভিস ও কোঅপারেটিভ সমিতির ৩২টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল। কোতুলপুর ব্লক সভাপতি তরুণ নন্দীগ্রামী বললেন, মানুষ বিজেপি-সিপিএমকে বিশ্বাস করে না।

# এখনও অধরা দেশরাজ, গুজরাত থেকে গ্রেফতার মামা কুলদীপ সিং

■ দেশরাজের মামা কুলদীপ আদালতের পথে।

**সংবাদদাতা, নদিয়া** : কৃষ্ণনগরের তরুণী ঈশিতা মল্লিক খুন-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং এখনও অধরা। তদন্তকারী দলের অনুমান, সে উত্তরপ্রদেশে দুই কাকার ডেরায় গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। খুড়তুতো ভাই দেওড়িয়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী নীতিনপ্রসাদ সিংকেও খুঁজছে পুলিশ। এই নীতিনই উত্তরপ্রদেশ থেকে দেশরাজকে পিস্তল এনে দিয়েছিল। দেবরাজের খোঁজ পেতে মামাকে সুদূর গুজরাত থেকে গ্রেফতার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তদন্তকারীদের দুটি দল উত্তরপ্রদেশে গিয়ে সূত্র মারফত জানতে পারে, দেশরাজকে তার মামা সম্ভবত গুজরাতে নিয়ে গিয়েছে। তারপরে একটি দল গুজরাত ও অন্য দল রাজস্থানে পাড়ি দেয়। গুজরাত টিমই সাফল্য পায়। ধরা পড়ে খুনি দেশরাজকে যাবতীয় সাহায্য করতে থাকা তার আপন মামা কুলদীপ সিং। জানা যায়, মামা কুলদীপ ভাগ্নে দেশরাজকে যাবতীয় মদত দিত। পালাতে সাহায্য করার অভিযোগেই গুজরাতের জামনগর থেকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশের বিশেষ টিম। তার বিরুদ্ধে খুনের ষড়যন্ত্র, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখা, তথ্য গোপনের অভিযোগ, অস্ত্র আইন ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। যদিও তদন্ত চলাকালীন এখনই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি জেলা পুলিশের কর্তারা। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীত কুমার জানান, অভিযুক্ত কুলদীপ সিংকে রাজস্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ১০৩-এর ১ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারা দেওয়া হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তদন্ত চলাকালীন এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।

## রক্তদান উৎসব

■ শারদোৎসবের আগে অলককুমার খাটুয়ার উদ্যোগে ট্যাংরা ৫৮ নং ওয়ার্ড তফসিলি জাতি ও উপজাতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি রবিবার আয়োজন করে রক্তদান উৎসবের। সঙ্গে স্বাস্থ্য ও চক্ষুপরীক্ষা, বিনামূল্যে চশমা ও ট্রাইসাইকেল প্রদান। বিকেল পর্যন্ত ৩৫০ জন রক্ত দিয়েছেন। ছিলেন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, কাউন্সিলর সন্দীপন সাহা, আমিরুদ্দিন ববি, তাপস অধিকারী, বিনতা রায়চৌধুরি প্রমুখ।

## রক্তদান শিবির

■ প্রবীণ অশোক শেঠিয়ার নেতৃত্বে শুভ্র, শ্যামল, অনুপ, প্রণব, বাবলু, শঙ্কররা উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক সংগঠন 'অগ্নিশিখা'কে এখনও অনির্বাণ রেখেছেন। গরমে রক্তের আকাল মেটাতে রবিবার ওঁরা এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন ক্লাবপ্রাঙ্গণে। শিবিরে প্রায় ৫০ জন রক্তদান করেন। পাশাপাশি, এদিন টেবিলটেনিস, দাবা ও ক্যারম প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কারও দেওয়া হয়।

# প্রচুর প্রি-অ্যাক্টিভেটে সিম-সহ পুলিশের জালে বেলডাঙার ২

**প্রতিবেদন** : রেজিনগরের পর বেলডাঙায় প্রচুর সংখ্যায় অ্যাক্টিভেট সিম-সহ দুই ভাই আশিক ইকবাল এবং বুরহান শেখকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা সম্পর্কে দুই ভাই। বাড়ি বেলডাঙার বিলধরপাড়ায়। উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি বিভিন্ন কোম্পানির মোট ৩১১টি সিম । এই সিমগুলির অধিকাংশই অন্যদের নামে অ্যাক্টিভেট করা। ধৃতদের দুজনকে শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলা আদালতের বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। বেলডাঙার এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্ত দুই ভাইকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতের নির্দেশমতো হেফাজতে নিয়ে জেরা চলছে। কয়েকজন এজেন্ট এদের থেকে সিম নিয়ে যেত। কতদিন বেআইনি কারবার চালাচ্ছে, পাশাপাশি কোথায় কোথায় সিম পৌঁছে দিত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গোটা দেশে কোটি কোটি টাকার সাইবার প্রতারণার মামলায় যে সব সিম ব্যবহার হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই সরবরাহ হয়েছে মুর্শিদাবাদ থেকেই। বেশ কয়েকটি মামলার তদন্তে সাইবার ক্রাইম পুলিশ এই তথ্য পেয়েছে। হাজার হাজার প্রি-অ্যাক্টিভেট সিম হাত বদল গিয়েছে সাইবার প্রতারকদের হাতে। বেলডাঙা এবং রেজিনগরের সাধারণ মানুষের নামে অ্যাক্টিভেট হওয়া সেই সব সিমের প্রতিটি থেকেই লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণা হয়েছে। এই সিম-র‍্যাকেটের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রেজিনগরের মাঝপাড়ার বাসিন্দা মিলন শেখকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। ফের শনিবার বেলডাঙা থেকে প্রচুর এমন সিম-সহ পুলিশের জালে পড়ল দুই ভাই।

# সাঁতারে সেরা বাংলার প্রত্যয়

**সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর** : মুর্শিদাবাদ জেলা সন্তরণ সংস্থার আয়োজনে রবিবার হল ৭৯তম বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা। আহিরণ সিআইএসএফ ঘাট থেকে ভোর পাঁচটা নাগাদ এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। প্রতিযোগিতা বহরমপুর কে এন কলেজ ঘাটে এসে শেষ হয়। অংশগ্রহণ করেছিলেন গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন প্রত্যয় ভট্টাচার্য-সহ ২১ জন। স্পেনের একজন এবং বাংলাদেশের দু'জন ছাড়াও মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, কেরল, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানা থেকেও প্রতিযোগীরা অংশ নেন। প্রথম হয়েছেন প্রত্যয় ভট্টাচার্য। পরপর তিনবার প্রথম হয়ে হ্যাটট্রিক করলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাংলাদেশের মহম্মদ নুরুল ইসলাম এবং নয়ন আলি। মেয়েদের ১৯ কিলোমিটার বিভাগে প্রথম কলকাতার কুমোরটুলি পার্কের মৌবনী পাত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাংলাদেশের মুক্তি খাতুন ও সনিয়া আখতার।

# বাঁকুড়ায় তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও মেলা

**সংবাদদাতা, বাঁকুড়া** : বাঁকুড়ায় শুরু হল তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও মেলা ২০২৫। রবিবার সন্ধ্যায় জেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে উদ্বোধন করলেন খাদ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। মেলা চলবে ৯ তারিখ পর্যন্ত। বাঁকুড়া-সহ আশপাশের জেলার তাঁতশিল্পীদের হাতের তৈরি সামগ্রী নিয়ে মোট ৫৭টি স্টল করা হয়েছে। জেলায় তাঁতের শাড়ি সহ বিভিন্ন বস্ত্রের চাহিদা থাকে সারা বছর। পুজোর মরশুমে এই চাহিদা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তাই পুজোর আগে জেলার তাঁতশিল্পপ্রেমী মানুষের তাঁতবস্ত্রের এই সম্ভার উপরি পাওনা বলা যায়।

মেলা উদ্বোধন করে জ্যোৎস্না ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বলেন, এই ধরনের শিল্পমেলার মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটাই লাভবান হন।

টেক্সটাইল ও হেণ্ডলুম বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা ড. আশিসরমণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুজোর আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই মেলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বাংলার শিল্পীদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্যের জন্য এই শিল্পমেলা।

# মায়াপুরের ইসকনে মহাসমারোহে রাধাষ্টমী পুজো

**অর্ক দাস ● নদিয়া**

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানের পর আবার রাধাষ্টমীতে মায়াপুর ইসকনের ভক্তরা মেতে উঠলেন শ্রীরাধার আরাধনায়। রবিবার ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর-সহ বিশ্বের সমস্ত শাখাকেন্দ্রে শ্রীরাধারানির শুভ আবির্ভাব তিথি মহোৎসব (রাধাষ্টমী) ব্রত যথাযথ মর্যাদা ও রীতি নীতি মেনে জাঁকজমক সহকারে পালন করা হয়। করোনার দুটো বছর বাদ দিয়ে মায়াপুরে রাধাষ্টমী উপলক্ষে বিপুল ভক্তের আগমন হয়। এই উপলক্ষে মায়াপুর ইসকন মন্দিরপ্রাঙ্গণ ফুল ও আলোয় সুসজ্জিত করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশবিদেশের ভক্তরা অংশগ্রহণ করেন। এদিন মন্দির ও সংলগ্ন এলাকা কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

ইসকন মায়াপুর জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, রাধা এবং কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র লীলাসঙ্গিনী রূপে সীতাদেবীকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানিকে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারানির ভালবাসা তাঁর প্রতি যে আকর্ষণ সেটি ছিল বিশুদ্ধ প্রেম। এই বিশুদ্ধ প্রেমের কণামাত্র মানবকুল গ্রহণ করতে পারলে ত্রিলোক ধন্য হবে। বর্তমান বিশ্বসঙ্কটে নরনারীর যৌথ মিলিত শক্তিতে নবজাগরণ ঘটুক মানবসমাজে, এই বার্তায় সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে রাধাষ্টমী উপলক্ষে।

মেমারির বাগিলা গ্রামের এক ফুচকা বিক্রেতা আলু সেদ্ধ করার সময় ফুটন্ত গরম জল উল্টে যায় তাঁর শিশুসন্তানের গায়ে। উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে গেলে রবিবার সেখানে মৃত্যু হয়



# বাংলাবিদ্বেষী বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়ার জন্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

সিউড়ি

**সংবাদদাতা, সিউড়ি :** রবিবার সিউড়ি ১ ব্লকের তিলপাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁশজোর গ্রাম থেকে ২৫ জন কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলে যোগ দিলেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। তৃণমূলে যোগদান করে নবাগত শেখ মাহফুজ বলেন, এই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প আর কেউ হতে পারেন না। ২০১১ থেকে যেভাবে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থরক্ষা করছেন তিনি, তার কারণেই কংগ্রেস মানুষের মন থেকে মুছে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন আমরা কংগ্রেসে ছিলাম, ক্রমশ দলটি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা করে। কংগ্রেসের বেহাল দশা মানুষের সামনে প্রকট। পাশাপাশি সংখ্যালঘু মানুষের জন্য যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে এসেছেন তা প্রশংসনীয়। ওদিকে বাংলা বলার জন্য যেভাবে বিজেপি গোটা দেশে বাঙালি খেদাও অভিযান শুরু করেছে তাতেও মনে হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্ত করা প্রয়োজন। বিধায়ক বলেন, বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে প্রতিদিন বাংলায় কথা বলার জন্য বাঙালিদের নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে, পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করছে। গায়ের জোরে বিএসএফকে দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ বুঝেছেন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি মাথা সোজা করে কেউ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন তিনি একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই দিকে দিকে বাঙালিরা একজোট হয়ে তাঁর হাত শক্ত করতে এগিয়ে আসছেন।

তৃণমূলে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি।

## জন্মদিনে উৎসবে নৌকাডুবি, মৃত ২

**সংবাদদাতা, বর্ধমান :** জন্মদিন উপলক্ষে নৌকাবিহারে ডুবে মৃত্যু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর। মৃত্যু হল কোচিং সেন্টারের শিক্ষক সুমন্ত ঘোষাল (২৯) ও নির্মল ঘোষ (২১) নামে এক শিক্ষার্থীর। কাটোয়ার পানুহাটের হাটগাছা দিঘিতে, রবিবার বিকেলের ঘটনা। জানা গেল, কাটোয়ার মুস্থুলি গ্রামের দিশারী কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী শুভম হালদারের জন্মদিন ছিল রবিবার। তারই উদযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষক সুমন্ত ঘোষালের নেতৃত্বে নয়জন শিক্ষার্থী দিঘির পাড়ে হাজির হন। রান্না প্রস্তুত হওয়ার পর দিঘিতে থাকা একটি লোহার পাতের নৌকায় চেপে ঘোরাঘুরি করছিল সবাই। একপ্রস্থ ঘোরার পর সুমন্ত ও নির্মল ফের নৌকায় চেপে ঘুরতে যায়। মাঝদিঘিতে আচমকা দুলে ওঠে নৌকাটি। তারপর কিছু বোঝার আগেই নৌকায় জল ঢুকে উল্টে চাপা পড়ে দুজন। তারপর ডুবে যান।

## জাতীয় যোগায় ২ পদক শ্রীতমার

**সংবাদদাতা, নদিয়া :** কৃষ্ণনগরের এক যোগা সেন্টারের ৯ ছাত্রছাত্রী কেরলে রাজীব গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে ১৩-১৪ অগাস্ট দুদিনের ওয়ার্ল্ড ফিটনেস ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল যোগা স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করে প্রত্যেকেই সফল হয়। প্রতিযোগিতায় সিনিয়র বিভাগে প্রণতি বর্মন, সাবজুনিয়র বিভাগে শ্রীতমা বিশ্বাস পদক জয় করে। কৃষ্ণনগরের শ্রীতমা সাবজুনিয়র বিভাগে সোনা ও ব্রোঞ্জ জেতে। আগামী অক্টোবরে এই নয় প্রতিযোগী ন্যাশনাল যোগা স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করতে যাবে মালয়েশিয়া।

# ভিনরাজ্যে বিজেপির বাংলাবিদ্বেষ প্রতিবাদে তৃণমূলের ধিক্কার-মিছিল

**সংবাদদাতা, ইন্দাস :** বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষী মানুষের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কড়িশুন্ডা অঞ্চলের বাঁধের পাট থেকে গোবিন্দপুর বাজার পর্যন্ত এক বিশাল ধিক্কার-মিছিল হল রবিবার। মিছিল শেষে গোবিন্দপুর বাজারে পথসভা হয়। মিছিলে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। গোবিন্দপুর বাজার কার্যত জনসমুদ্রের চেহারা নেয়। নেতৃত্বে ছিলেন ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদ। উপস্থিত ছিলেন ব্লকের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ও অঞ্চল সভাপতি-সহ অঞ্চল তৃণমূল নেতারা। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হামিদ বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের উপর এই আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে না। বিজেপি যদি এই ষড়যন্ত্র বন্ধ না করে, তাহলে আগামী দিনে ছাত্র-যুব, মহিলা ও শ্রমিকদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে আমরা বাধ্য হব। প্রতিটি বিজেপি নেতার বাড়ি গিয়ে কৈফিয়ত চাওয়া হবে, কেন বাংলার ছাত্র-যুবদের উপর এভাবে অত্যাচার হচ্ছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিরোধীরা শুধু রোহিঙ্গা,পাকিস্তান, জিহাদি এসব কথাই বলতে জানে। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা তারা বোঝে না। ২০২১ সালে বাংলা দখলে ব্যর্থ হয়েই আজ তারা বাঙালিদের উপর প্রতিহিংসা চালাচ্ছে। শেখ হামিদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, যে সমস্ত বাঙালি বিজেপি নেতা মাতৃভাষার এই অপমানের পরও বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মীরজাফরের ভূমিকা নেবে, তাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস কঠোর অবস্থান নেবে। ভিনরাজ্যে যদি বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ হয়, তবে গণতান্ত্রিকভাবে বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করা হবে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি,বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীর অস্তিত্বরক্ষায় তাঁদের আন্দোলন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

ইন্দাসে তৃণমূলের বিজেপি-বিরোধী মিছিল।

## টাকাগয়না-সহ ১৫ দিন বেপাত্তা গৃহবধূর পচাগলা দেহ কুয়োয়

**সংবাদদাতা, লাউদোহা :** কয়েকদিন আগেই দুর্গাপুরের গোপাল মাঠের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় আসানসোলের ডামরা এলাকার এক জঙ্গল থেকে। ফের খনি অঞ্চলের এক গৃহবধূর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দানা বাঁধল রবিবার। শ্রীকৃষ্ণপুরের অদূরে এক নির্জন জায়গায় পেটো থান নামে কালী মন্দিরের কুয়ো থেকে দুর্গন্ধ পান স্থানীয় গোপালকেরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় লাউদোহার ফরিদপুর থানায়। কৌতূহলী মানুষজন ভিড় জমান। যেখানে মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার পাশে পাওয়া যায় একটা ব্যাগ এবং জামাকাপড়। সেটা দেখেই মৃতদেহ শনাক্ত করেন রাঙামাটি গ্রামের বাসিন্দা শেখ গিয়াসউদ্দিন। তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রী আলেয়া বিবি চলতি মাসের ১৬ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন। ১৫ দিন আগে তিনি ছেলেকে নিয়ে লাউদোহার এক গৃহশিক্ষকের কাছে যান। তারপর বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে না দেখে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, মা কোথায়? মেয়ে জানায়, নানি এসেছিল, তার সঙ্গে গিয়েছে। শেখ গিয়াসউদ্দিন জানান, নানির কাছে খবর নিলে তিনি বলেন, আলেয়া তাঁর সঙ্গে আসেনি। এরপরই লাউদোহার ফরিদপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তিনি। তিনি জানান, স্ত্রীর সমস্ত গহনা ও নগদ ১৮ হাজার টাকা আলমারিতে ছিল। কিন্তু সেটাও উধাও। তাঁর বক্তব্য, এর আগেও তাঁর স্ত্রী আলেয়া বিবি কোনও একজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিল। নাম না করেই তিনি বলেন, যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল সেই বাড়িতেই আছে ভেবে আর খোঁজ করিনি। তবে তাঁর স্ত্রী কার সঙ্গে গিয়েছিলেন আর কেনই বা টাকা ও গহনা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন তার উত্তর এখনও অধরা। এখানেই ঘনাচ্ছে রহস্য। লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# পরিবেশের ঋণ শোধে সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে গাছ লাগাচ্ছেন বিধায়ক

**কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর**

লালগোলা

পরিবেশকে সবুজ ও সুস্থ রাখা এবং পরিবেশ থেকে নেওয়া অক্সিজেনের 'ঋণ' শোধের জন্য রবিবার থেকে লালগোলায় শুরু হল 'ঘরে ঘরে বৃক্ষরোপণ, দুই লক্ষের লক্ষ্যপূরণ' কর্মসূচি। লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক মহম্মদ আলির উদ্যোগে তাঁর বিধানসভা এলাকায় গত বছর এক লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় এই কর্মসূচি। তৃণমূল বিধায়কের লক্ষ্য, এবছর আরও এক লক্ষ গাছ লালগোলাবাসীর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের এলাকায় ২ লক্ষ গাছ রোপণের কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়িত করা। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক মহম্মদ আলি বলেন, ভারতে বনাঞ্চলের অনুপাত মাত্র ২২ শতাংশ। এটা হওয়া উচিত কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ। তৃণমূল সরকার এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে পশ্চিমবঙ্গে বনাঞ্চল ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ। রাজ্যের জনঘনত্ব অত্যন্ত বেশি হলেও রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগে এখন বনাঞ্চলের অনুপাত ১৯ শতাংশের বেশি হয়েছে। একজন সুস্থ মানুষ সারা জীবনে যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে তার জন্য লাগে অন্তত সাতটি পূর্ণবয়স্ক গাছে উৎপাদিত অক্সিজেন। তাই আমাদের কর্তব্য, কমপক্ষে সাতটি গাছ লাগিয়ে জীবনভর পরিচর্যা করে তাদের বাঁচিয়ে রাখা। তবে লালগোলা বিধানসভা এলাকা লক্ষ লক্ষ গাছের সবুজে মোড়ার জন্য বিধায়ক সরকারি সাহায্য নেন না। সরকারি হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক মহম্মদ আলি ২০০৩-এর নভেম্বরে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যে টাকা পেয়েছেন তাই দিয়েই সবুজের সমারোহ বাড়িয়ে চলেছেন। এই কাজ করতে প্রত্যেক বছর তাঁর প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়। গত বছর কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, জাম-সহ বিভিন্ন গাছ দেওয়া হয়েছিল। এবছর সকলকে মেহগনি গাছ দেওয়া হবে। এই গাছ পূর্ণবয়স্ক হলে কাঠ বিক্রি করে গাছের মালিক সেই টাকা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বা বিয়েতে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া গাছগুলো থেকে সারা জীবন পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন। তবে বিধায়ক জানান, একবারে এক লপ্তে এক লক্ষ মেহগনি গাছ পাওয়া যথেষ্ট মুশকিল। একটি নাসারির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কয়েক খেপে টাকা দিয়ে এক লপ্তে সমস্ত গাছই জোগাড় করতে পেরেছি।

দ্বিতীয়বারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনায় বিধায়ক মহম্মদ আলি।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
1 September, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

# খেজুরির সমবায়ে খাতা খোলাই হল না বিজেপির, বিপুল জয় তৃণমূলের

**সংবাদদাতা, হেঁড়িয়া :** রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি ১ ব্লকের হেঁড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন ছিল। এই সমবায় সমিতির নির্বাচনে খাতাই খুলতে পারল না বিজেপি। ৯টি আসনের সবক'টিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত নির্বাচন চলে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ভোটার ছিলেন ৮০০ জন। এর মধ্যে ভোট পড়েছে ৫৩৭টি। বিকেলে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই সবুজ আবির মেখে জয়োল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিমান নায়ক, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি শেখ জালালউদ্দিন-সহ অন্যরা। তাঁরা বলেন, এই এলাকার মানুষ বরাবর তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছেন। এখানে বাংলাবিদ্বেষী বিজেপির কোনও জায়গাই নেই। রবিবার এই সমবায় নির্বাচনেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি, সেটা ফলপ্রকাশের মধ্য দিয়েই আবার স্পষ্ট হয়ে গেল।

■ হেঁড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোটে জয়ের পর আবির মেখে উচ্ছ্বাস তৃণমূল প্রার্থী-কর্মীদের।

# নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে কেন্দ্রেরই ষড়যন্ত্র : মহুয়া

■ পাথরঘাটায় এসআইআর, এনআরসি-বিরোধী সভায় সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

**সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর :** দেশের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে শিগগিরই কিন্তু এসআইআর হতে চলেছে। আর বকলমে এই এসআইআরের মধ্য দিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে, তাদের সহযোগিতায় আসলে এনআরসি চালু করতে চায় বাংলাতে। রবিবার তেহট্টের পাথরঘাটা ব্লকে এসআইআর এবং এনআরসি-বিরোধী প্রতিবাদ সভার মঞ্চ থেকে ঠিক এই ভাষাতেই কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র উপস্থিত মানুষজনকে স্পষ্ট সতর্কবার্তা পৌঁছে দিলেন। রবিবার বিকেলে তেহট্ট মহকুমার অন্তর্গত পাথরঘাটা ব্লকের এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ছিলেন নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর-সহ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন তৃণমূলের এই প্রতিবাদ সভায় মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখানেই উপস্থিত মানুষজনকে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রের এই চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

# লোধাশুলি থেকে ভুবনেশ্বর চালু হল নতুন বাস পরিষেবা

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ঝাড়গ্রামের লোধাশুলি থেকে ওড়িশার ভুবনেশ্বর পর্যন্ত চালু হল নতুন বেসরকারি বাস পরিষেবা। রবিবার লোধাশুলিতে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবার সূচনা হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা আরটিএ বোর্ডের সদস্য অনুপ মাহাত, প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাত, কুড়মি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রথীন মাহাত, ঝাড়গ্রাম জেলা বাস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দেবব্রত সাহা, সমাজসেবী নরেন মাহাত-সহ অন্যরা। নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় ঝাড়গ্রাম ও আশপাশের এলাকার যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল। বিশেষত ভুবনেশ্বরের মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র এবং চিকিৎসার জন্য পরিচিত শহরে পৌঁছনো এবার আরও সহজ হল। আলাদা করে বেশি ভাড়া দিয়ে গাড়ি ভাড়ার ঝামেলা থাকবে না। বাসটি লোধাশুলি বাসস্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে গোয়ালমারা, রগড়া, রোহিণী, কুলটিকরি, কেশিয়াড়ি, বেলদা হয়ে সরাসরি ভুবনেশ্বর পৌঁছবে। প্রথমদিনেই বাসটির যাত্রী-আসন ভর্তি হয়ে যায় জানিয়ে আরটিএ বোর্ডের সদস্য অনুপ মাহাত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সর্বদা সাধারণ মানুষের উন্নয়নের পাশে থাকেন, সেই পথ ধরেই এই বাস পরিষেবা মূলত ঝাড়গ্রামবাসীর সুবিধার্থে চালু করা হল। এই বাসটি চালু হওয়ায় এলাকার মানুষ খুশি এবং আশাবাদী যে আগামী দিনে আরও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা তৈরি হবে।

■ পতাকা নেড়ে সূচনা নতুন বাসের।

# ট্রাক্টর ও গম ভর্তি লরির সংঘর্ষে মৃত ২, জখম ২

■ মুখোমুখি সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি গাড়িই উল্টে গেল রাস্তার পাশের জমিতে। মেমারিতে, রবিবার।

**সংবাদদাতা, মেমারি :** গমবোঝাই লরির সঙ্গে একটি ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দু'জনের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু'জন। মেমারি-কাটোয়া রোডের মুন্সিডাঙা মোড় এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়ামুখী গমবোঝাই লরিটি মেমারিমুখী ট্রাক্টরটিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের পরে দুটি গাড়িই টাল সামলাতে না পেরে রাস্তার পাশের জমিতে নেমে যায়। এই ঘটনায় ট্রাক্টর চালক-সহ ট্রাক্টরের আরও ৩ জন গুরুতর জখম হন। তাঁদের উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয় মেমারি থানার পুলিশ। তারা এসে হতাহতদের উদ্ধার করার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলে।

# জাতীয় শিক্ষকের সম্মান পাচ্ছেন বাঁকুড়ার ইন্দ্রনীল

**সংবাদদাতা, বাঁকুড়া :** এ-বছর শিক্ষক দিবসে জাতীয় শিক্ষকের সম্মানে যাঁরা ভূষিত হচ্ছেন তাঁর মধ্যে রয়েছেন দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজে কর্মরত বাঁকুড়ার বাসিন্দা শিক্ষক ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। এই খবর জানার পর থেকেই তাঁর বাঁকুড়া শহরের সুকান্তপল্লির বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বইছে। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেকনিক্যাল এডুকেশন ট্রেনিং অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট-এর তরফে ইন্দ্রনীলের মনোনয়ন যাওয়ার পর গত ২৬ অগাস্ট তিনি জানতে পারেন, টেকনিক্যাল এডুকেশনের প্রযুক্তিগত মানোন্নয়নের জন্য তাঁকে এ-বছর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এই খবর জানামাত্র গত শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ইন্দ্রনীলবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে দিল্লির বিজ্ঞান মঞ্চে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেবেন অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়।

■ বাড়িতে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে ইন্দ্রনীল।

# গ্রামোফোনে আজও পুজোর গান শুনে নস্টালজিক সত্তরোর্ধ্ব কৃষ্ণাদেবী

**দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম**

ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুরের বাসিন্দা কৃষ্ণা চক্রবর্তীর বয়স ৭৫ ছুঁলেও পুজো এলেই এখনও তিনি যেন ফিরে যান কিশোরীবেলায়। সেই সময় বাবার হাত ধরে সেলিমপুরের বাড়ি থেকে পুজোর আগে নতুন রেকর্ড কিনতে যাওয়া, ঘরে ফিরে একের পর এক গান শোনার আনন্দ— সবই আজও তাঁর স্মৃতিতে টাটকা। কৃষ্ণাদেবীর বাবা প্রয়াত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী পেশায় রেলের স্টেশন ম্যানেজার ছিলেন। পাশাপাশি নেশা ছিল গানের প্রতি। পুজোর আগমনি গান রিলিজ হতেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যেত নতুন রেকর্ড। হেমন্ত, মান্না, দ্বিজেন, সতীনাথ, অখিলবন্ধু, শ্যামল, মানবেন্দ্রর কণ্ঠের পুজোর নতুন গানের পাশাপাশি বাড়িতে বেজে উঠত 'বাজল তোমার আলোর বেণু' যা পুজোর আমেজকে আগেভাগেই পৌঁছে দিত ঘরে ঘরে। বিবাহসূত্রে ঝাড়গ্রামে চলে আসেন কৃষ্ণাদেবী। স্বামী অরুণ চক্রবর্তীও ছিলেন গানের ভক্ত। তবে পুজোর সময় তিনি ফিরে যেতেন বাবার কাছে। গ্রামোফোনে রেকর্ড বদলে একের পর এক গান শোনার স্মৃতিই

আজও তাঁর কাছে অমূল্য। তিনি বলেন, বাবার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল গ্রামোফোনটা। ভাই-বোন সবাই মিলে সেই গান শোনার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই পুরনো এইচএমভি কোম্পানির গ্রামোফোন এখনও তাঁর কাছেই রয়েছে। যদিও প্রযুক্তির জোয়ারে যন্ত্রটি আর আগের মতো ব্যবহার হয় না, তবুও কৃষ্ণাদেবীর কাছে এটি কেবল বস্তু নয়, বরং আবেগ আর স্মৃতির ভাণ্ডার। তাঁর সেই স্মৃতি এখন ভাগ করে নিচ্ছে নতুন প্রজন্মও। কৃষ্ণাদেবীর নাতনি স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় জানায়, দিদির কাছে পুজোর দিনের গল্প এত শুনেছি যে মনে হয় আমি যেন নিজেই সেই দিনগুলোর সাক্ষী। মোবাইলে গান শোনা আর গ্রামোফোনে বাজানো গানের আবেগ এক নয়। দিদি এখনও রেকর্ডগুলো দেখায়, গল্প বলে। শুনতে আমারও খুব ভাল লাগে। আজও পুজোর মরশুমে উঠোনে শিউলি ছড়িয়ে পড়লে গ্রামোফোনে বাজতে শুরু করে 'জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা'। আর কৃষ্ণা দেবীর মনে হয় মা এসেছেন। সময় বদলেছে, থেমে গিয়েছে গ্রামোফোনের কাঁটা, তবু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবহমান স্মৃতি এখনও টিকে আছে কয়েক প্রজন্ম ধরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একমাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ধর্ষণে অভিযুক্তকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে এবার থানার সামনেই আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন নির্যাতিতা। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের মোদিনগরের ঘটনা। নির্যাতিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

# দিল্লি দরবার



## বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে এজেন্সির হাতে তদন্তভার

# ১০ থেকে ২০ বছরেও নিষ্পত্তি হয়নি ৭ হাজারের বেশি সিবিআই মামলার!

**প্রতিবেদন:** রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে মোদি জমানায় একের পর এক বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সিবিআই মামলা দেওয়া হয়। যেকোনও ভোট এলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। কিন্তু সিবিআই মামলাগুলির হাল শেষমেশ কী হয় তা স্পষ্ট হল খোদ কেন্দ্রের রিপোর্টেই। তাতে দেখা যাচ্ছে, সিবিআই এখন সারা দেশে সাত হাজারের বেশি দুর্নীতির মামলা তদন্ত করছে যা ১০ বছর এমনকী ২০ বছরেও নিষ্পত্তি হয়নি। অধিকাংশ মামলাই বিচারাধীন স্তরে আছে। কেন্দ্রীয় রিপোর্টে উঠে আসা এই তথ্যে নতুন করে প্রশ্নের মুখে সিবিআই।

কেন্দ্রীয় রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে, বছরের পর বছর ধরে তদন্ত চালিয়েও সিবিআইয়ের তদন্তাধীন সাত হাজারের বেশি দুর্নীতির মামলা আদালতে ঝুলে আছে। এইসব পুরনো মামলা এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও কোনও বিচার হয়নি। কেন্দ্রীয় রিপোর্টে উঠে আসা আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হল, এর মধ্যে ৩৭৯টি দুর্নীতির মামলা ২০ বছরের পুরনো। কিন্তু কেন এই বিরাট সংখ্যক মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি, তার সদুত্তর দিতে ব্যর্থ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাদের অজুহাত, সিবিআইয়ের ঘাড়ে মামলার

**কেন্দ্রীয় রিপোর্টেই প্রকাশিত এই তথ্য**

পাহাড় জমে গিয়েছে, যা সময়মতো দ্রুত শেষ করার কোনও পরিকাঠামোই বাস্তবে নেই। বিজেপি জমানায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর বিভিন্ন মামলার চাপ বাড়ছে, গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বহু মামলার তদন্তের ভার সিবিআইয়ের উপর ঠেলা হচ্ছে, অথচ সংস্থার সেই অনুপাতে লোকবল কম। তদন্তে অন্য দেশের সাহায্য না পাওয়া এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি না মেলাও তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম কারণ। কেন্দ্রীয় রিপোর্টেও অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, কম লোকবল ও তদন্তের পথে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যদিও সাধারণভাবে মামলা রুজু হওয়ার এক বছরের মধ্যে তদন্ত শেষ করার কথা সিবিআইয়ের। তবে সেসব নিছক খাতায়কলমে রয়ে গিয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরেই কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে আদালতে চার্জশিট জমা দিতে হয়। কিন্তু তদন্ত চলছে দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে মামলা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রিপোর্টের তথ্য অনুসারে, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সিবিআই তদন্ত করছে ৭,০৭২টির দুর্নীতির মামলার। যার বিচার চলছে দেশের বিভিন্ন আদালতে। এর মধ্যে ১,৫০৬টি মামলা তিন বছরের পুরনো। পাঁচ বছরের পুরনো মামলা ৭৯১। ৫ থেকে ১০ বছর ধরে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২,১১৫। একইভাবে ২২৮১টি দুর্নীতির মামলা আদালতে ঝুলে আছে ১০ থেকে ২০ বছর ধরে। এছাড়া ১৩ হাজারের বেশি দুর্নীতির মামলা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

# আজ পাটনার বিরোধী সমাবেশে তৃণমূলের ইউসুফ ও ললিতেশ

## বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক

**প্রতিবেদন:** ভুয়ো ভোটার-সহ ভোটার তালিকায় বিপুল গরমিল এবং নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর'-এর নামে ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সবার আগে সোচ্চার হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সুরে সংসদে সরব হন তৃণমূল

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের দুই কক্ষের সদস্যরা। বাদল অধিবেশন জুড়ে লাগাতার তৃণমূল এই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখিয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে রাজধানীর রাজপথেও আন্দোলন করেছে। তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে সোচ্চার হয়েছে গোটা বিরোধী শিবির।

সংসদের ভিতরে-বাইরে এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সোমবার পাটনায় বড় বিরোধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই বিরোধী সমাবেশে যোগদান করছেন বহরমপুরের লোকসভা সাংসদ ইউসুফ পাঠান এবং উত্তরপ্রদেশে দলের প্রধান নেতা ললিতেশ ত্রিপাঠী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ইউসুফ পাঠান এবং ললিতেশ ত্রিপাঠী দু'জনেই পাটনায় পৌঁছে গিয়েছেন রবিবার বিকেলে। বিরোধী সমাবেশে যোগ দিয়ে দু'জনেই বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের যৌথ চক্রান্ত, অগণতান্ত্রিক উদ্যোগ এবং এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। এই প্রসঙ্গে ললিতেশ ত্রিপাঠী এদিন বলেন, ভোটচুরি দেশের সামনে এখন এক বিরাট বড় ইস্যু। বিজেপি কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে ভোটচুরি করেই ক্ষমতায় থাকতে চায়। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস গোটা বিরোধী শিবিরের সঙ্গেই আছে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে আমরা পাটনার সমাবেশে দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচানোর জন্য সোচ্চার হব।

## বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে হত ৪

**প্রতিবেদন:** উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে বাজি কারখানায় বিরাট বিস্ফোরণ হয় রবিবার। যোগীরাজ্যের গুড্ডওয়া এলাকার একটি বাজি কারখানায় এই বিস্ফোরণ হয়েছে। জানা গিয়েছে, কারখানার মালিক, তাঁর স্ত্রী এবং দুই সন্তানের মৃত্যু হয়েছে এই বিস্ফোরণে। আহত আরও কয়েকজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন দুপুরে প্রচণ্ড জোরালো একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সেইসাথে আর্তনাদ। দেখা যায়, বাজি কারখানার ছাদ উড়ে গিয়েছে। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে চারপাশ। স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। কারখানার একাংশ ভেঙে পড়ায় তার নিচে কয়েকজন চাপা পড়ে গিয়েছেন বলে আশঙ্কা। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ইঞ্জিন এবং পুলিশ। প্রশাসন সূত্রে খবর, একই পরিবারের চারজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। কয়েকজন ঝলসে গিয়েছেন। বিস্ফোরণ কীভাবে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

**উত্তরপ্রদেশ**

## এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ফের বিপত্তি

**প্রতিবেদন:** ফের বিপত্তি এয়ার ইন্ডিয়ায়। মাঝ আকাশে বিমানে দেখা দিল যান্ত্রিক গোলযোগ। ইঞ্জিনে আগুন লেগে যাওয়ায় দিল্লিতে করা হল জরুরি অবতরণ। রবিবার শেষমুহূর্তে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল বিমানটি। দিল্লি থেকে ইন্দোরগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান টেক অফের পরেই ইঞ্জিনে আগুনের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় বিমানের ইঞ্জিন। এই ঘটনার জেরে দ্রুত বিমানটিকে দিল্লি বিমানবন্দরে ফেরত পাঠানো হয়। রবিবার সকালে এআই ২৯১৩ বিমানটি দিল্লি থেকে ইন্দোরের উদ্দেশে টেক অফের পরেই ইঞ্জিনের সতর্কবার্তা দেন বিমানকর্মীরা। তড়িঘড়ি বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। যাত্রীরা সুরক্ষিত আছেন।

## বাংলাই দেশের মডেল

(প্রথম পাতার পর)

যা ১৭ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উপকৃত করেছে। এটা আমার গর্ব, আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে আমাদের সরকার ২ কোটির বেশি মানুষকে দারিদ্রসীমার বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছে। সোজা কথায়, আজকের বাংলায়, সব মানুষের পূর্ণ খাদ্য সুরক্ষা আছে। সব গরিব মানুষ বিনা পয়সায় বা খুব সস্তায় এই রাজ্যে খাবার পান। কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর অমর কথা স্মরণ করে আজ বাংলার সকল নাগরিক বলতে পারেন, তাঁদের সন্তানরা 'দুধে-ভাতে' থাকেন, অন্নাভাব ঘুচেছে।

## বিজেপির রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি নিগ্রহ

(প্রথম পাতার পর)

নূতনপাড়ার নজরুল ইসলাম, একই এলাকার সানাউর মল্লিক এবং বেলডাঙার জাহির শেখকে। খবর পেয়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিককল্যাণ পর্ষদ তৎপর। ২২ অগাস্ট তিনজন কাজের সূত্রে অসমে যান। নগাঁও জেলার হাইবোরগাঁওয়ে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। তাঁদের বাংলায় কথা বলতে শুনেই কিছু মানুষ পুলিশে খবর দেয়। আধার, ভোটার কার্ড ইত্যাদি দেখালেও পুলিশ তিনজনকে সোজা ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। ধৃতদের ছাড়াতে থানায় গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ দেড় লক্ষ টাকা দাবি করে। সাংসদ ও পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম জানান, বিষয়টি রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিককে জানিয়েছেন। জেলা পুলিশ অসম পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মুক্তির চেষ্টা চালাচ্ছে।

ওড়িশায় আক্রান্ত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের নাম বিনয় বেসরা। মালদহের গাজোলের চিলিমপুরের বাসিন্দা। ওই আদিবাদী যুবক ১৫ দিন আগে ওড়িশায় বালিশচন্দ্রপুর এলাকায় কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে বাংলায় কথা বলায় গ্রামবাসীরা বাংলাদেশি দেগে এলোপাথাড়ি মারধর করে বলে অভিযোগ। পুলিশ অপরাধীদের না ধরে বিনয়কে থানায় নিয়ে গিয়ে মারধর করে। দু'পায়ের পাতায় মারায় তিনি চলতে পর্যন্ত পারছিলেন না। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় আতঙ্কিত ওই যুবক কোনওমতে মালদহের বাড়িতে ফিরেছেন। ঘটনা জানাজানি হতেই প্রবল ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন ও ব্লক সভাপতি দীনেশ টুডু। তাঁদের হুমকি, বাঙালি হেনস্থা বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

## বাংলার শক্তি জানে না, জবাব হবে কড়ায়-গণ্ডায়

(প্রথম পাতার পর)

জয়প্রকাশ মজুমদার, সাংসদ দোলা সেন, মেয়র পারিষদ সদস্য বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বও। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

সংগঠনের সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন, বিজেপির রাজ্যে বাংলাভাষার উপর সন্ত্রাস চলছে। বাংলাবিদ্বেষী বিজেপি বাংলায় গোহারা হয়ে বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। বাংলার প্রতি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। বাংলায় কথা বললেই থানায় আটকে মারধর করা হচ্ছে, এমনকী পুশব্যাকও করা হচ্ছে শ্রমিকদের। এভাবে বাংলাকে যাঁরা অবজ্ঞা করছেন, বাংলা ভাষাকে যাঁরা অবজ্ঞা করছেন, তাঁরা জানেন না বাংলার শক্তি। বাংলাকে অপমান করতে যদি আর এক পা আপনারা এগোন, তার ফল হবে ভয়াবহ। সেই ফল পাওয়ার জন্য তৈরি থাকুন। মানুষ জবাব দেবেন কড়ায়-গণ্ডায়। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের নেপথ্যে ছিল আরও বড় ষড়যন্ত্র। বিজেপি চাইছে তাদের রাজ্যে বাঙালি শ্রমিককে নিগ্রহের পাল্টা বাংলাও ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করুক। তাহলে তারা রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারি করতে পারবে। বাংলাতে হেরে ঘুরপথে ক্ষমতা দখল করাই বিজেপির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বাংলা অত্যাচার করতে শেখায় না, বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে ভিনরাজ্যের শ্রমিকরা আনন্দে রয়েছেন। সমাজকর্মী বর্ণালী মুখোপাধ্যায় বলেন, যাঁরা শ্রম দিচ্ছেন তাঁরাই জাতির মেরুদণ্ড। তাঁদের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে। ভোট চোর বিজেপি সরকার সেই অত্যাচার চালাচ্ছে। ৩১ অগাস্ট শ্রমজীবী মানুষের রক্ত ঝরেছিল। বাংলার উপর আক্রমণ নেমে এলে বাংলা ছেড়ে কথা বলবে না। কড়ায়-গণ্ডায় জবাব দেবে।

১২
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার

# দেশ বিদেশ

1 September, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তিনমাস আগেই ইজরায়েল দাবি করেছিল গাজার সেনা অভিযানে মৃত্যু হয়েছে সশস্ত্র প্যালেস্টাইনি গোষ্ঠী হামাসের প্রধান মহম্মদ সিনওয়ারের। এতদিন তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি হামাস। এবার ইজরায়েলের দাবি স্বীকার করে সিনওয়ারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তারা

## কাশ্মীর ও অন্য বকেয়া সমস্যা নিয়ে ভারতের সঙ্গে কথায় রাজি

### জানালেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার

**প্রতিবেদন:** ঠ্যালার নাম বাবাজি! সিন্ধুচুক্তি বাতিল হতেই সমস্যায় পড়ে সুরবদল পাকিস্তানের। শাহবাজ সরকারের বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, তাঁর দেশ ভারতের সঙ্গে আলোচনার জন্য ভিক্ষা করবে না কিন্তু সম্মানজনকভাবে সংলাপে প্রস্তুত। পাশাপাশি ঘরের মাঠে মনোবল বাড়াতে তাঁর দাবি, ইসলামাবাদ পূর্ণ শক্তি দিয়ে আগ্রাসনের জবাব দিতে প্রস্তুত। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনরত ইসহাক দার বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর বিরোধ-সহ সকল বকেয়া সমস্যা সমাধানে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক যৌথ আলোচনার জন্য প্রস্তুত। গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় দার বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর বিরোধ-সহ সব অমীমাংসিত বিষয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদা ও

সম্মানজনক আলোচনার জন্য পাকিস্তান প্রস্তুত, যা এই বিষয়ে তার দীর্ঘদিনের অবস্থান। ভারত অবশ্য পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তারা কেবল পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর ফিরিয়ে আনা এবং সন্ত্রাসবাদের ইস্যু নিয়েই আলোচনা করবে। ২০০৩ সালে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের আমলে শুরু হওয়া যৌথ আলোচনা প্রক্রিয়া ২০০৮ সালের মুম্বই সন্ত্রাসবাদী হামলার পর বন্ধ হয়ে যায়। পাক মদতপুষ্ট ওই হামলায় ১৬৬ জন নিহত হয়েছিলেন। ওই আলোচনায় দুই দেশের মধ্যকার সকল বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আটটি বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসহাক দার ভারতকে ''যদি কোনও আগ্রাসন হয়'' তবে ''পূর্ণ শক্তি দিয়ে'' এর প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকিও দেন। প্রসঙ্গত, গত ৭ মে, ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানের মাধ্যমে পাক জঙ্গিঘাঁটির উপর সুনির্দিষ্ট আঘাত হানে। এটি ২২ এপ্রিলের পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিক্রিয়া ছিল, যেখানে ২৬ জন নিহত হয়েছিলেন। নিরাপত্তা বাহিনীর মতে, পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের নয়টি স্থানে এই হামলা চালানো হয় এবং এতে শতাধিক পাক জঙ্গি নিহত হয়।

## ট্রাম্পের মোকাবিলায় ড্রাগন আর হাতির একসঙ্গে চলার বার্তা

### মোদি-জিনপিং বৈঠক

**প্রতিবেদন:** বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুই দেশ ভারত ও চিন। দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দেশের কাছাকাছি আসা প্রয়োজন। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে এবার এই ডাক দিলেন স্বয়ং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ভারত-আমেরিকা শুল্কযুদ্ধ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে চিন সফর ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আর সেই সফরেও দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে এবার গোটা বিশ্বকে নতুন ইঙ্গিত দিলেন জিনপিং।

সাংহাই কো-অপরেশন অর্গানাইজেশন নিয়ে কোনওকালেই তেমন মাথাব্যথা ছিল না আমেরিকার। যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প সেখানেও মাতব্বরি করতে পিছপা হননি একটা সময়ে। তবে তখন ছিল তাঁর সুদিন। বর্তমানে ট্রাম্প নিজের দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারেই ব্যস্ত। তা সত্ত্বেও গোটা আমেরিকার নজর চিনের তিয়ানজিনের বৈঠকে। বারবার ভারতকে দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প।

ইউক্রেনের কিয়েভে রাশিয়ান ড্রোন হামলায় জখম এক মহিলার চিকিৎসা করছেন কর্মীরা।

## ওড়িশায় কাজের টোপ দিয়ে গণধর্ষণ

**প্রতিবেদন :** ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য যে কতটা বর্বরোচিত তার প্রমাণ মিলছে বারংবার। চাকরির টোপ দেখিয়ে এবার ওড়িশায় গণধর্ষণ করা হল এক তরুণীকে। কুকর্মের শেষে ওই নির্যাতিতাকে রাস্তায় ফেলেই পালাল অভিযুক্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ

জেলায়। নির্যাতিতার অভিযোগ, দুই পরিচিত ব্যক্তি চাকরির কথা বলে তাকে বাংরিপোসি এলাকা থেকে গাড়িতে তোলে। এর মাঝে গাড়িতে আরও তিনজন লোক ওঠে। এরপর তাঁকে ৮০ কিলোমিটার দূরে উদালা এবং বালাসোর শহরের মাঝে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পাঁচ অভিযুক্ত। নির্যাতিতা পুলিশকে জানায়, ধর্ষণের পরে তাঁকে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় পাঁচজন। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত আটক দুই, বাকি তিনজনের খোঁজ চলছে।

## স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নেই, আছে কেবল স্থায়ী স্বার্থ: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

**প্রতিবেদন:** প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার প্রতিরক্ষায় ভারতের 'আত্মনির্ভরতা' বা স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন, ''ভারতের স্থায়ী কোনও বন্ধু বা শত্রু নেই, কেবল স্থায়ী স্বার্থ আছে।''

এনডিটিভি ডিফেন্স সামিট ২০২৫-এ রাজনাথ সিংয়ের এই বক্তব্য এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে উত্তেজনা এবং ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলার প্রেক্ষাপটে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে ভারতের দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'সুদর্শন চক্র' শীঘ্রই বাস্তব রূপ নেবে। রাজনাথ বলেন, ''স্থায়ী কোনও বন্ধু বা শত্রু নেই, কেবল স্থায়ী স্বার্থ আছে'', যা ভারতের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা নীতির রূপরেখা তৈরি করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতীয় আমদানির উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী, এখন ব্যবসার জন্য যুদ্ধসদৃশ পরিস্থিতি চলছে। তিনি উল্লেখ করেন যে উন্নত দেশগুলি ক্রমশ সংরক্ষণবাদী হচ্ছে। তবে ভারত তার জাতীয় স্বার্থে কোনও আপস করবে না। ভারত কাউকে তার শত্রু মনে করে না, কিন্তু তার জনগণের স্বার্থে কোনও আপস করবে না। তিনি জানান, ভারত ভবিষ্যতে সকল যুদ্ধজাহাজ দেশীয়ভাবে তৈরি করবে এবং 'সুদর্শন চক্র' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শীঘ্রই উন্মোচন করা হবে। 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর ভারতের সুনির্দিষ্ট আঘাতের সাফল্য দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা তুলে ধরেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানি আজ প্রায় ২৪,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা দেশকে আমদানিকারক থেকে উদীয়মান রফতানিকারকে পরিণত করেছে।

## পথকুকুরদের নিয়ে রায়ের পর পেয়েছি বহু শুভেচ্ছাবার্তা, জানালেন বিচারপতি

**প্রতিবেদন:** শুধু দেশে নয়, বিশ্বের নানা জায়গা থেকেও এসেছে শুভেচ্ছাবার্তা। দিল্লির পথকুকুরদের নিয়ে সাম্প্রতিক মামলার রায়ের পর বহু মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করেছে। আশীর্বাদ করেছে অবলা প্রাণীগুলিও। নিজের মুখেই এবার তা নিয়ে তৃপ্তির কথা জানালেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ। গত ২২ অগাস্ট পথকুকুর সংক্রান্ত একটি মামলায় আগের বিতর্কিত রায় খারিজ করে নতুন রায় দেয় তাঁর নেতৃত্বাধীন সর্বোচ্চ আদালতের বেঞ্চ। ওই রায়ের পরই বিচারপতি বিক্রম নাথের জনপ্রিয়তা এক ধাক্কায় শিখরে পৌঁছেছে। তাঁর রায় পশুপ্রেমী থেকে নাগরিক সমাজ, সর্বত্র স্বস্তি ফিরিয়েছে। মানবিক ওই রায়ের পর দেশবিদেশ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা পেয়েছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ নিজের মুখেই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। পাশাপাশি এর যাবতীয় কৃতিত্ব তিনি দিয়েছেন অবলা পথকুকুরদেরই।

কেরলের তিরুবনন্তপুরমের ন্যাশনাল লিগ্যাল

সার্ভিস অথরিটির এক অনুষ্ঠানে বিচারপতি নাথ জানিয়েছেন, পথকুকুরদের নিয়ে রায় তাঁকে বিখ্যাত করে দিয়েছে। এর কৃতিত্ব পথকুকুরদেরই। বিচারপতির কথায়, দীর্ঘদিন আমি শুধু আইনি মহলেই পরিচিত ছিলাম আমার বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য। কিন্তু পথকুকুরদের জন্য এই মামলা আমাকে দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের নাগরিকসমাজে পরিচিত করে দিয়েছে। এই মামলাটি দেওয়ার জন্য তিনি দেশের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, আমার কাছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কুকুরপ্রেমীরা বার্তা পাঠাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, ২২ অগাস্ট পথকুকুরদের নিয়ে বিতর্কিত রায় সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ। বিচারপতি বিক্রম নাথের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়া ছিলেন। এই রায় সংশোধনের পর গোটা দেশের পশুপ্রেমীরাই সংশ্লিষ্ট বিচারপতিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিচারপতি বিক্রম নাথের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সংশোধিত রায়ে বলা হয়েছে, টিকা দেওয়ার পরে পথকুকুরদের পুরনো এলাকায় ফেরত পাঠাতে হবে। কুকুরদের কৃমিনাশক ওষুধ, জলাতঙ্ক রোগের টিকা দিতে হবে, নির্বীজকরণ করতে হবে। যত্রতত্র কুকুরদের খাওয়ানো বন্ধ করতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে শীর্ষ আদালত। এছাড়াও পথকুকুরদের খাওয়ানোর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২৯ অগাস্ট কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম প্রয়াণদিবসে বিপ্লবী লীলা রায় মঞ্চে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'কাব্যমহল'। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, গান। ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টরা

# খোলা হাওয়া

## এক মঞ্চে লোপা-সাহানা

» সংস্কৃতি সাগর আয়োজিত লোপা-সাহানা দু-জনায় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন লোপামুদ্রা মিত্র ও সাহানা বাজপেয়ী। এক সঙ্গে এক মঞ্চে এই প্রথমবার। ড্রামস-এ বিশেষভাবে ছিলেন গাবু। সাহানা থাকেন লন্ডনে। বছরে বারকয়েক আসা হয় শহর কলকাতায়। লোপামুদ্রা মিত্র তাঁর দীর্ঘদিনের প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে অন্যতমা। কোনওদিন এক সঙ্গে এক মঞ্চে গাইবেন বলে ভাবেননি বলে জানান সাহানা। অন্যদিকে, বেশ খুশি ছিলেন লোপামুদ্রা মিত্র, পরবর্তী প্রজন্মের এমন এক গুণী শিল্পীর সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাইতে পেরে। এইদিনের নিবেদনে ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাংলা লোকসঙ্গীত, নিজেদের বাংলা আধুনিক, চলচ্চিত্রের গান। সম্পূর্ণ নতুন সঙ্গীত আয়োজনের সঙ্গে গান পরিবেশন করেন দুই শিল্পী। দুজনে এক সঙ্গে কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয় সরকার, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, ইমন চক্রবর্তী প্রমুখ।

## ইমনের একক

» সম্প্রতি কলামন্দিরে সেরাম গ্রুপের সহযোগিতায় বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন নিবেদন করে ইমন চক্রবর্তীর একক। প্রথম ভাগে ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, দ্বিতীয় ভাগে বাংলার লোকসঙ্গীত। সঙ্গীত আয়োজন করেন নীলাঞ্জন ঘোষ। অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা আচার্য। এদিন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের হাতে প্রাণদায়ী ওষুধ তুলে দেওয়া হয়।

## ইদ-শারদ উৎসব সংখ্যা

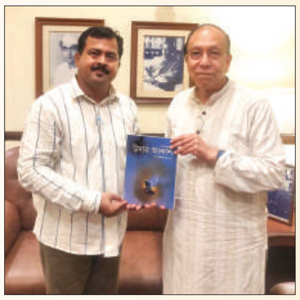

» ২৩ অগাস্ট এলগিন রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাসভবন 'নেতাজি ভবনে' এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে 'উদার আকাশ' পত্রিকার ইদ-শারদ উৎসব সংখ্যা ১৪৩২ প্রকাশ করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সুগত বসু। ছিলেন সম্পাদক ফারুক আহমেদ। এবারের সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী থেকে কাজী নজরুল ইসলামের উপর মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্য, কবিতা, গল্প, পুস্তক আলোচনা, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণকথা, নাটক, চলচ্চিত্র, মিশনকথা, ইসলাম চর্চা-সহ বহু বিষয় উঠে এসেছে। স্বনামখ্যাত লেখক তালিকা সমৃদ্ধ করেছে পত্রিকাকে।

## সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

» কিশোর-কিশোরীদের পত্রিকা 'শরৎশশী'র দীর্ঘ ৪২ বছরের পথ-চলা উদযাপন করা হল ছিমছাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে। সম্পাদক অরূপ দাসের স্বাগত ভাষণের পর জ্যোতির্ময় দাশ বক্তব্য পেশ করেন। কিশোর সাহিত্য ও বাংলা ভাষা নিয়ে 'মঞ্জু স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা' দেন অজয় দাস ও অনিন্দ্য রুদ্র। প্রণব মুখার্জি স্মৃতি সারা ভারত প্রচ্ছদ প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশ করেন দেবযানী মুখোপাধ্যায়। নাচ-গান কবিতাপাঠ-আলোচনা-সহ ২৪ অগাস্ট পত্রিকার সভাকক্ষের অনুষ্ঠানটিকে অনন্য করে তোলে সাহিত্যপ্রেমীদের যোগদান।

## বাঙালির পুঁজি

» আর মাত্র কয়েকটা দিন। বাঙালির মহোৎসব দুর্গোৎসবের শুভ সূচনা হতে চলেছে। ঢাকঢোল বাজিয়ে মাকে বরণ করে নেবে আপামর বাঙালি। এই পুজোকে কেন্দ্র চলে এক বিপুল অর্থনৈতিক লেনদেন। এই লেনদেন বহু মানুষের জীবন-জীবিকার শেষ কথা। তাই বাঙালির পুজো থাকুক জাতির হাতে আয়োজিত বাংলার সেরা রাঁধুনীর পুজোর সাজে ভোগের থালি অনুষ্ঠানে কেনিলওয়ার্থে উপস্থিত ছিলেন গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বাঙালি গৃহিণী-রাঁধুনিরা।

## এলো দুর্গা মা

» রকেট মণ্ডলের সুরে, উৎপল দাসের কথায়, শ্রীরূপা ঘোষের গাওয়া 'এলো দুর্গা মা' প্রকাশিত হল ভিভাস ভোসে মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে। কলকাতার উইশডম ট্রি ক্যাফেতে এই গান প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গানের সুরকার, গীতিকার ও শিল্পী স্বয়ং। এছাড়াও ছিলেন দেবাশিস বসু। কলকাতার তালতলার দুর্গাবাড়িতে এই গানের শ্যুটিং হয়েছে।

## আপনাকে বলছি

» সমাজের নানা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে এক সুন্দর নাটক লিখেছেন মিউনাসের কর্ণধার ও পরিচালক উৎসব দাস। নাম 'আপনাকে বলছি'। নাটকের গল্পটি হল, যেকোনও জায়গায় অন্যায় অবিচার দেখলেই প্রতিবাদ করেন তপন। একসময় তাঁর স্ত্রী মারা যায়। ছেলে অনির্বাণকে কোলে-পিঠে মানুষ করেন তপনের একমাত্র বোন তনিমা। অনির্বাণ কলেজে পড়ে। সে তার বাবার মতন প্রতিবাদী। এক সময় তপনের চাকরি চলে যায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করায়। কোর্ট কেস জিতে তিনি আবার চাকরি ফেরত পান। এরমধ্যে একদিন তাঁর বাড়িতে ফোনে হুমকি আসে। সেই ফোনটা পায় তার বোন তনিমা। তারপর কী হয়, সেটা জানার জন্য সকল দর্শককে দেখতেই হবে।

নাটকটির সময়সীমা এক ঘণ্টা। 'আপনাকে বলছি' নাটকটি ২৬ অগাস্ট দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গনে পরিবেশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সহায়তায় নাটকটি নির্মিত হয়েছে। প্রযোজনা করেছে মিতালী উৎসব নাট্য সংস্থা বা মিউনাস। এই নাটকে আলো করেছেন বাবলু সরকার, মঞ্চভাবনা ও মঞ্চনির্মাণ সোমনাথ পাল ও অজিত রায়। শম্ভু চিত্রকরের রূপসজ্জা ও সৌগত কর্মকারের আবহ যথাযথ। ভাল অভিনয় করেছেন রত্না ধর, অরুণ মুখার্জি, প্রণয় শর্মা, মলয় মুখার্জি এবং অভিজিৎ মণ্ডল।

## ছবির প্রিমিয়ার

» ২৯ অগাস্ট পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি 'বেলা'র প্রিমিয়ারে কলকাতার সাউথ সিটি আইনক্সে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বিধায়ক মদন মিত্র-সহ ছবির অন্যান্য কলাকুশলী।

## স্পেশাল স্ক্রিনিং

» সম্প্রতি স্পেশাল স্ক্রিনিং হল পরিচালক দেবাশিস দত্তের 'শিবা দ্য আনডন্টেড' ছবির। এই উপলক্ষে হোটেল গ্যালারি ৬৭-তে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী অনন্যা ভট্টাচার্য, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস দত্ত-সহ অন্যরা। পরিচালক দেবাশিস দত্তের একটা অন্য পরিচয়ও রয়েছে। তিনি পেশায় আইনের রক্ষক। এটা তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি। ক্রাইম নিয়ে ঘাটাঘাটি করলেও তাঁর এই ছবির বিষয় ফুটবল। আমাদের আশপাশে দৌড়ে, ছুটে খেলে-বেড়ানো অবহেলিত ছোট ছোট ছেলেগুলোর ভিতরে যে কত প্রতিভা রয়েছে, যা আমরা টের পাই না, তা এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে।

# মাঠে ময়দানে



জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্রাজিলের তারকা ডিফেন্ডার দাভিদ লুইজের বিরুদ্ধে এক মহিলাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

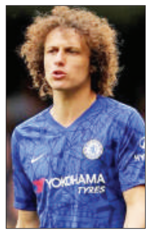

# এগোচ্ছেন সিনার ও ইগা, ডাবলসে জয় ভামরিদের

কাঙ্ক্ষিত জয়ের পর মুষ্টিবদ্ধ ইগা। ডানদিকে, সিনারের ডাবল হ্যান্ড রিটার্ন।

**নিউ ইয়র্ক, ৩১ অগাস্ট :** টানা দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেন খেতাব জয়ের লক্ষ্যে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছেন জানিক সিনার। গতবারের চ্যাম্পিয়ন টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গিয়েছেন। মেয়েদের সিঙ্গলসে জয় পেয়েছেন ইগা সুইয়াটেক, কোকো গফ এবং নাওমি ওসাকা। তবে পুরুষদের তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ তৃতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে সহজ জয় পেয়েছেন ভারতের যুকি ভামরি। মেয়েদের ডাবলসেও তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন ভেনাস উইলিয়ামস।

পুরুষদের শীর্ষ বাছাই সিনারকে অবশ্য রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে জেতার জন্য। ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিটের টেনিস-যুদ্ধের পর, সিনার ৫-৭, ৬-৪, ৬-৩, ৬-৩ সেটে হারিয়েছেন কানাডার ডেনিস শাপোভালোভকে। এদিকে, জেরেভকে হারিয়ে চমক দিয়েছেন আরেক কানাডিয়ান খেলোয়াড় ফেলিক্স আগার আলিয়াসিম। চার সেটের লড়াইয়ের পর জেরেভ ৬-৪, ৬-৭ (৭/৯), ৪-৬, ৪-৬ ফলে হেরে ছিটকে গেলেন।

অন্যদিকে, মেয়েদের দ্বিতীয় বাছাই ইগা ৭-৬ (৭/২), ৬-৪ সেটে হারিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী আনা কালিনস্কায়াকে। প্রথম সেটে একটা সময় ১-৫ গেমে পিছিয়ে পড়েছিলেন ইগা। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ বের করে আনেন। তৃতীয় বাছাই গফ ৬-৩, ৬-১ সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন পোল্যান্ডের ম্যাগডালেনা ফ্রেচকে। এদিকে, ওসাকা ৬-০, ৪-৬, ৬-৩ সেটে পরাস্ত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার দারিয়া কাসটকিনাকে। মেয়েদের ডাবলসের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন ভেনাস। কানাডার লেইলা ফার্নান্ডেজের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভেনাস ৭-৬ (৭/১), ৬-১ সেটে হারিয়েছেন এরি হোজুমি ও উরিক্কে একেরি জুটিকে।

পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন ভামরি ও তাঁর কিউয়ি পার্টনার মাইকেল ভেনাস। তাঁরা মার্কিন জুটি মার্কোস জিরন ও লানার্র তিয়েনকে ৬-০, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন। তবে রোহন বোপান্না ও অর্জুন কাধি জুটি প্রথম রাউন্ডেই হেরে বিদায় নিয়েছেন।

## অবসর ভাবনা ভুলে বিশ্ব মিটে লভলিনা

**গুয়াহাটি, ৩১ অগাস্ট:** টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জেতার পর প্যারিসে পদকের ডাবল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসমের কন্যা লভলিনা বরগোঁহাইয়ের স্বপ্নপূরণ হয়নি। প্যারিস অলিম্পিকের পর গুয়াহাটিতে নিজের শহরে বক্সিং অ্যাকাডেমি গড়ার কাজে মন দিতে অবসরের পরিকল্পনা করেছিলেন লভলিনা। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে প্যারিসে পদক হাতছাড়া হওয়ায় ভাবনা বদলে ফেলেন ২৭ বছরের তারকা বক্সার। এখন ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিককে পাখির চোখ করে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে লিভারপুলে শুরু হতে চলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামছেন লভলিনা। প্যারিস গেমসের পর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামেননি লভলিনা। রিং থেকে দূরে থাকাকালীন নিজের অ্যাকাডেমি গড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অসম থেকে ভবিষ্যতের লভলিনাদের তুলে আনতে গত জুনে গুয়াহাটিতে অ্যাকাডেমি চালু করেছেন। লভলিনা বলছেন, যখন অ্যাকাডেমি গড়ার কথা ভেবেছিলাম তখন পরিকল্পনা ছিল প্যারিস অলিম্পিকে পদক জিতলে খেলা ছেড়ে দেব। কিন্তু প্যারিসে প্রত্যাশিত ফল না হওয়ায় ভাবনা বদলাই। কিন্তু এখন আমি ফিরে আসতে প্রস্তুত। আমি বক্সিংয়ে আসক্ত। আমার মধ্যে আরও পদক জয়ের খিদে রয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। ফিটনেসে নজর দিচ্ছি। ৭৫ কেজিতে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লভলিনাকে ক্যাটেগরি বদলাতে হবে। ফলে ফেরার লড়াইটা কঠিন।

শেষরক্ষা হল না। ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল সাত্ত্বিক-চিরাগকে। রবিবার।

# ব্রোঞ্জেই থামলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ

**প্যারিস, ৩১ অগাস্ট :** আরও একবার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল অধরাই রইল সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠির। পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে ভারতীয় জুটি লড়াই করেও হেরে গেলেন চিনা জুটি জুটি ই লিউ ও বয়াং চেনের বিরুদ্ধে। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ১৯-২১, ২১-১৮, ১২-২১ ফলে হার মানেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

তবে সেমিফাইনালে হেরে গেলেও, ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়েছেন সাত্ত্বিকরা। প্রসঙ্গত, তাঁরা প্রথম ভারতীয় জুটি, যাঁরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দু'বার পদক জিতলেন। এর আগে ২০২২ সালের টুর্নামেন্টেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। শুধু তাই নয়, তাঁদের সৌজন্যে চলতি টুর্নামেন্ট থেকে একমাত্র পদক ভারতের ঘরে এসেছে। প্রসঙ্গত, গত ১৪ বছরে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়নি ভারতকে। এবারও বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের পতাকা তুলে ধরলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। প্রথম গেমে সাত্ত্বিকরা একটা সময় ৯-৩ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছিলেন। চিনা জুটি একটা সময় ১২-১২ পয়েন্ট করে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত গেম জিতে নেন। দ্বিতীয় গেমের শুরুতেও ৫-১ পয়েন্টে এগিয়ে যান সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি। একটা সময় চিনা জুটি ১৬-১৬ করে ফেলেও, দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচ ১-১ করে দিয়েছিলেন সাত্ত্বিকরা। কিন্তু নির্ণায়ক তৃতীয় গেমে শুরুতেই ০-৭ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েন ভারতীয় জুটি। এরপর আর শেষরক্ষা করতে পারেননি। ম্যাচের পর হতাশ চিরাগ বলেন, তৃতীয় গেমের শুরুতে আমরা ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তখনই ম্যাচ বেরিয়ে যায়। আর সাত্ত্বিকের বক্তব্য, আমরা ধারাবাহিকতা দেখাতে পারিনি। তাই হেরেছি।

## প্রিমিয়ার লিগে ফের হার সিটির

**লন্ডন, ৩১ অগাস্ট :** দ্বিতীয় হার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ব্রাইটনের কাছে ১-২ গোলে হেরে গিয়েছে তারা। বড় জয় দিয়ে এবারের লিগ অভিযান শুরু করেছিল ম্যান সিটি। এরপর শেষ ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিরুদ্ধে হার। এবার ব্রাইটনের কাছে হেরেও প্রবল চাপে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ৩ ম্যাচে মাত্র ৩ পয়েন্ট। লিগ তালিকার ১২ নম্বরে নেমে গেল ম্যান সিটি। অথচ বিরতির আগেই আর্লিং হালান্ডের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল সিটি। সতীর্থ ওমর মারমুশের ফ্রু থেকে বল পেয়ে জোরালো শটে জাল কাঁপান তিনি। প্রিমিয়ার লিগে এটি ছিল হালান্ডের ১০০তম ম্যাচ। কিন্তু ৬৭ মিনিটে ১-১ করে দেয় ব্রাইটন। পেনাল্টি থেকে গোল করেন পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা জেমস মিলনার। এর পর জয়সূচক গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিলেন গুয়ার্দিওলার ফুটবলাররা। কিন্তু গোল করা তো দূরের কথা, উল্টে ৮৯ মিনিটে ব্রাইটনারের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন আরেক পরিবর্ত ফুটবলার ব্রায়ান গ্রুডা। আর এই গোলেই ম্যান সিটির পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

# লা লিগায় জয়ের হ্যাটট্রিক রিয়ালের

গোলের পর ভিনিকে অভিনন্দন।

**মাদ্রিদ, ৩১ অগাস্ট :** লা লিগায় টানা তিন ম্যাচ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপেরা ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ মায়োরকাকে। এমবাপের দু'টি এবং আর্দা গুলেরের একটি গোল বাতিল না হলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিতত রিয়াল।

অথচ খেলা শুরুর ১৮ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল। মায়োরকার হয়ে গোল করেন ভেদাত মুরিচি। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল জোরালো হেডে জালে জড়ান তিনি। এর আগেই অবশ্য ৬ মিনিটে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডের ক্রস থেকে গোল করেছিলেন এমবাপে। যদিও অফসাইডের কারণে তা বাতিল করে দেন রেফারি। তবে ৩৭ মিনিটেই ১-১ করে দেয় রিয়াল। গোলদাতা গুলের। এই গোলটি করা ছাড়াও, দুরন্ত খেলেছেন গুলের।

পরের মিনিটেই ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। বাঁ প্রান্ত দিয়ে তীব্র গতিতে মায়োরকার বক্সে ঢুকে পড়ে বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে জাল কাঁপান ব্রাজিলীয় তারকা। বিরতির ঠিক আগে ফের এমবাপের গোল বাতিল হয়। দ্বিতীয়ার্ধে অনেক চেষ্টা করেও আর ব্যবধান বাড়াতে পারেনি রিয়াল। এই সময় গুলেরের একটি গোলও বাতিল হয়।

পাশাপাশি সুযোগ এসেছিল মায়োরকার সামনেও। ৫৯ থেকে ৬৯ মিনিটের মধ্যে তিন-তিনটি সুযোগ নষ্ট করেছে তারা। একবার রিয়ালের লেফট ব্যাক আলভারো ক্যারেরাস নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন। আর দু'বার দলকে বাঁচান রিয়াল গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া।

# জাপান-জয়ে সুপার ফোর

**রাজগির, ৩১ অগাস্ট :** প্রথম ম্যাচে চিনের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। রবিবার করলেন জোড়া গোল। হরমনপ্রীত সিংয়ের দাপটে এশিয়া কাপ হকিতে জাপানকে ৩-২ গোলে হারাল ভারত। টানা দু'টি ম্যাচ জয়ের সুবাদে, এক ম্যাচ হাতে রেখেই সুপার ফোর-এ জায়গা করে নিলেন হরমনপ্রীতরা।

জাপানের বিরুদ্ধে খেলার শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। চার মিনিটে ফিল্ড গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মনদীপ সিং। এক মিনিট পরেই পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হরমনপ্রীত। দু'গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর, বিস্ময়কর ভাবে গুটিয়ে গেলেন ভারতীয়রা। আক্রমণের ঝাঁজ কমিয়ে খেলার গতি মন্থর করার চেষ্টা করতে থাকেন হরমনপ্রীতরা। সেই সুযোগে পাল্টা আক্রমণের ঝড় তুলেছিল জাপান। বেশ কয়েকবার ভারতীয় রক্ষণের কড়া পরীক্ষা নেন জাপানিরা। প্রথম দু'টি কোয়ার্টার শেষে ২-০ ফলে এগিয়ে থেকে মাঠ ছেড়েছিলেন ভারতীয়রা।

কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরু থেকেই এলোমেলো খেলতে থাকে ভারত। সেই সুযোগে ৩৮ মিনিটে ১-২ করে দিয়েছিলেন জাপানের কোসেই কাওয়াবে। তবে ৪৬ মিনিটে ফের পেনাল্টি কর্নার থেকে ৩-১ করে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। যদিও খেলা শেষ হওয়ার দু'মিনিট আগে ফের গোল করে ২-৩ করেছিলেন জাপানের কাওয়াবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জিতেই মাঠ ছাড়েন হরমনপ্রীতরা। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে চিন ১৩-১ গোলে হারিয়েছে কাজাখস্তানকে। ফলে ভারতের পর গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে সুপার ফোর-এ ওঠার জন্য এবার লড়াই হবে চিন ও জাপানের। অন্যদিকে, হরমনপ্রীতদের শেষ ম্যাচ কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হারল ৩-৪ গোলে

# মাঠে ময়দানে

1 September, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in



# ইরানের বিরুদ্ধে সাহসী ভারত

## একতাই শক্তি, বলছেন খালিদ

**হিসোর, ৩১ অগাস্ট:** কাফা নেশনস কাপের প্রথম ম্যাচে ফিফা ক্রমতালিকায় ২৭ ধাপ এগিয়ে থাকা আয়োজক তাজিকিস্তানকে ২-১ হারিয়ে চমক দিয়েছে ভারত। জাতীয় দলের কোচ হিসেবে অভিষেকেই স্বপ্নের শুরু কোচ খালিদ জামিলের। সোমবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ইরানের বিরুদ্ধে বড় পরীক্ষা খালিদের দলের। সাম্প্রতিক অতীতে নিয়মিত বিশ্বকাপ খেলা ইরানের ফিফা র‍্যাঙ্কিং ২০। ইরানিদের শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে ক্রমতালিকায় ১৩৩-এ থাকা ভারতের অস্ত্র ঐক্য, সংঘবদ্ধতা ও সাহসী ফুটবল।

তাজিকিস্তানের হিসোর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ম্যাচ। ২৪ ঘণ্টা আগে হেড কোচ খালিদ এআইএফএফ-এর মিডিয়া টিমকে বলেন, প্রথম ম্যাচে মাঠে আমাদের খেলোয়াড়রা একতা দেখিয়েছে। প্রত্যেকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেছে প্রথম ম্যাচে। শুধু খেলোয়াড়রা নয়, পুরো সাপোর্ট স্টাফ, টেকনিক্যাল, নন টেকনিক্যাল টিম, মেডিক্যাল স্টাফ একসঙ্গে কাজ করেছে। টিমের ঐক্যই শক্তি। সেটাই তাজিকিস্তান ম্যাচে দেখা গিয়েছে।

খালিদ আরও বলেন, শেষ ম্যাচে জয়টা আমাদের জন্য বিশাল অনুপ্রেরণা। কিন্তু এখন আমরা ইরান ম্যাচের জন্য প্রস্তুত। প্রথম ম্যাচের পর দু'দিন রিকভারি করেছি। সবাই তরতাজা হয়েই ইরানের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি।

তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটি করেছেন সন্দেশ ঝিঙ্গান। সিনিয়র ভারতীয় ডিফেন্ডার ম্যাচের সেরাও হয়েছেন। ইরান ম্যাচের আগে সন্দেশ বলেন, প্রথম ম্যাচ জিতে পুরো পয়েন্ট পাওয়ায় আমরা দারুণ খুশি। এখান থেকেই দল

ইরান ম্যাচের প্রস্তুতিতে ভারতীয় ফুটবলাররা। রবিবার তাজিকিস্তানের হিসোরে।

হিসেবে আমাদের উন্নতি করতে হবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য টানা তিনবার এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে কোয়ালিফায়ারের আগে এই ম্যাচগুলোই আমাদের প্রস্তুতির মঞ্চ।

প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত খেলে ভারতের দুর্গরক্ষা করেছেন অভিজ্ঞ গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু। এই দলের একমাত্র সন্দেশ ও গুরপ্রীতই ২০১৬ সালে শেষ ইরান ম্যাচ খেলেছেন বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে। তেহরানে ভারত হারে ০-৪ গোলে। গুরপ্রীত বলছেন, ইরান নিয়মিত বিশ্বকাপ খেলে। আমাদের যতটা সম্ভব কম ভুল করার চেষ্টা করতে হবে। সবাই সংঘবদ্ধ থেকে লড়াই করতে হবে। কোচের পরিকল্পনা মেনে খেলে বিপক্ষের কাজটা কঠিন করে তুলতে চাই আমরা।

১৯৫৯ সালে শেষবার ভারত হারিয়েছিল ইরানকে। এর্নাকুলামে চুনী গোস্বামীর ভারত জিতেছিল ৩-১ গোলে। চুনী ছাড়াও গোল করেছিলেন তুলসীদাস বলরাম ও ইউসুফ খান। এরপর শুধু এগিয়েছে ইরান। পিছিয়েছে ভারত। অঘটন ঘটিয়ে ৬৬ বছর পর কি ইতিহাস লিখতে পারবে ব্লু টাইগার্স?

# সঙ্গীতার গোলেই মূলপর্বে ইস্টবেঙ্গল

## শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী

**প্রতিবেদন:** গতবার ওড়িশা এফসি-র মেয়েরা করে দেখিয়েছেন। এবার ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। ভারতের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল। রবিবার কম্বোডিয়ায় মেয়েদের এসিএলে প্রাথমিক পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে হংকংয়ের কিচি এফসি-র সঙ্গে ১-১ ড্র করে বাংলার প্রথম দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে পৌঁছে ইতিহাস গড়ল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গলের একমাত্র গোলটি বঙ্গতনয়া সঙ্গীতা বাসফোরের। জাতীয় দলের বাঙালি তারকার

গোলদাতা সঙ্গীতাকে অভিনন্দন সতীর্থদের।

গোলেই স্বপ্নপূরণ লাল-হলুদের। ইস্টবেঙ্গলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এই ম্যাচে নামার আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, ড্র নয়, জিতেই মূলপর্বে যেতে চান। সঙ্গীতা, ফাজিলা, সুলঞ্জনা রাউলদের অস্ত্র করেই দল সাজিয়েছিলেন লাল-হলুদ কোচ। ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই গোল করে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ফাজিলার পাস থেকে গোল করেন সঙ্গীতা। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৯ মিনিটে হো মুই মেইয়ের গোলে সমতা ফেরায় কিচি। ১-১ অমীমাংসিত থেকে ম্যাচ শেষ হলেও ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই এসিএলের মূলপর্বে গেল ইস্টবেঙ্গল।

# আইএসএল, গঠনতন্ত্র নিয়ে রায় হয়তো আজ

**প্রতিবেদন:** ভারতীয় ফুটবলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে পারে আজ। সোমবারই সুপ্রিম কোর্টের রায় দেওয়ার কথা ফেডারেশনের সংশোধিত নতুন গঠনতন্ত্র ও আইএসএল হওয়া নিয়ে। রিলায়েন্স আপাতত আইএসএলের আয়োজক স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকার প্রস্তাব দিলেও সুপ্রিম কোর্ট তাতে মান্যতা দেবে কি না, সেটাও দেখার। তাছাড়া অযোগ্য এবং চূড়ান্ত ব্যর্থ কল্যাণ চৌবেদের 'বাতিল' কমিটির টেন্ডার ডাকার অধিকার আছে কি না, সেটাও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন! এমনও জল্পনা, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি আসার আগে আপাতত নিরপেক্ষ কমিটি গড়ে অস্থায়ী চুক্তি করেই এই বছরের আইএসএল করার নির্দেশ দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট!

ফিফা ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সংশোধিত গঠনতন্ত্র লাগু করার নির্দেশ দিলেও তারা চিঠিতে লেখেনি, এখনই নতুন গঠনতন্ত্র মেনে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে নির্বাচন করতে হবে। গত ২৮ অগাস্টের শুনানিতে সর্বোচ্চ আদালতে ২০২২ সালে পাঠানো ফিফার একটি চিঠি জমা করেছেন এআইএফএফ-এর আইনজীবী। চিঠিতে ফিফা নাকি লিখেছিল, ফেডারেশনের বর্তমান কমিটি তাদের পুরো চার বছরের মেয়াদ শেষ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের আগে নতুন কমিটি আসার সম্ভাবনা নেই। এমনটা হলে নতুন মার্কেটিং পার্টনার বা আইএসএলের নতুন আয়োজকও ঠিক করে নিতে পারবে ফেডারেশনের বর্তমান কমিটি। আর এখানেই নিজেদের ১৫ বছরের চুক্তির শর্ত বাতিল করে নতুন আয়োজক পেতে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকার অনুমতি দিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছে রিলায়েন্সের গড়ে তোলা ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড বা এফএসডিএল। এফএসডিএল টেন্ডারে অংশ নেবে কি না, তা স্পষ্ট করেনি। ভারতীয় ফুটবল থেকে যে তারা সরে যাচ্ছে না, সেটাও আশ্বস্ত করেছে ক্লাবগুলিকে। আসলে এফএসডিএল জানে, ভারতীয় ফুটবলে বিপুল বিনিয়োগ করার কেউ নেই। তাই নিজেদের শর্তেই লিগ চালাতে অপদার্থ কল্যাণদের শিক্ষা দিতে চাইছে রিলায়েন্স।

# বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নেতৃত্ব দেবেন নীরজ

**নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট :** আসন্ন বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন নীরজ চোপড়া। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর টোকিওতে শুরু হবে

টুর্নামেন্ট। চলবে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। রবিবার ১৯ জনের ভারতীয় দল ঘোষণা করেছে সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন (এএফআই)। নীরজ ছাড়াও দলে রয়েছেন আরও তিনজন জ্যাভলিন থ্রোয়ার। এঁরা হলেন শচীন যাদব, যশবীর সিং এবং রোহিত যাদব। তবে বাদ পড়েছেন স্টেপলচেজার অবিনাশ সাবলে। তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন করলেও, চোটের কারণে বাদ পড়েছেন।

ঘোষিত দলে রয়েছেন আরও তিন অ্যাথলিট গুলবীর সিং (৫ হাজার মিটার), পারুল চৌধুরি (৩ হাজার মিটার স্টেপলচেজ) এবং প্রবীণ চিত্রাভেল (ট্রিপল জাম্প)। এঁদের মধ্যে গুলবীর ১০ হাজার মিটারেও অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া পূজা ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে অংশ নেবেন। তবে ভারতের সেরা বাজি নীরজ। ২০২৩ সালে বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। এছাড়া ২০২২ সালে ২০২২ সালে রুপো জিতেছিলেন। তবে সদ্যসমাপ্ত ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে হতাশ করেছেন নীরজ। দ্বিতীয় স্থানেই শেষ করতে হয়েছে তাঁকে। নিজের সেরা থ্রো ধারেকাছেও সেদিন ছিলেন না জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা।

# মার্টিনেজের দিকে চোখ ম্যান ইউয়ের

**ম্যাঞ্চেস্টার, ৩১ অগাস্ট :** ট্রান্সফার ডেডলাইন সোমবার। তার আগে নতুন গোলকিপার নিতে মরিয়া ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। তাদের নজর যথারীতি অ্যাস্টন ভিলার এমি মার্টিনেজের দিকে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক গত মরশুমের শেষেই ক্লাব সমর্থকদের বিদায় জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোথায় যাবেন সেটা পরিষ্কার করেননি। মার্টিনেজের নাম ম্যান ইউয়ের সঙ্গে জড়িয়েছিল আগেও।

ম্যান ইউ আগের ম্যাচে কোনওক্রমে বার্নলেকে হারিয়েছে। কিন্তু রুবেন আমোরিমের দলের খেলা ভক্তদের মন ভরাতে পারছে না। এই আবহে কোপ পড়তে চলেছে গোলকিপারদের দিকে। অল্টে বাইন্ডির প্রিমিয়ার লিগে ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। গ্রিমসবিতে কারাবাও কাপে আরেক গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানাও চরম হতাশ করেছেন। এই ম্যাচে ম্যান ইউ চতুর্থ ডিভিশন ক্লাবের কাছে টাইব্রেকারে হেরেছে। রেড ডেভিলসরা তাই ৩২ বছরের মার্টিনিজের দিকে ফের নজর দিয়েছে।

নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচে মার্টিনেজ খেলেননি সাসপেনসনে থাকার কারণে। ব্রেন্টফোর্ড ম্যাচে ফিরলেও দল হেরেছে ০-১ গোলে। এক বছর আগে ক্লাবের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি হয়েছিল মার্টিনেজের। কিন্তু গত জুনেই শোনা গিয়েছিল তিনি অ্যাস্টন ভিলা ছেড়ে ম্যান ইউয়ের গোলপোস্টের নিচে দাঁড়াতে আগ্রহী। ম্যান ইউ তাঁকে লোনে নিতেও আগ্রহ দেখিয়েছে। ডুইট ইয়র্কের মতো প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা মনে করেন, মার্টিনেজের মতো কাউকে রেড ডেভিলসের প্রয়োজন। তিনি বিশ্বকাপ জিতেছেন। পেনাল্টি বাঁচানোয় দক্ষ। তাঁকে পেলে অন্য কিছু ভাবার দরকারই নেই।

মাঠে ময়দানে
1 September, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশ ক্রিকেটকে ১০ বছর এগিয়ে দিতে একবার বোর্ড সভাপতি হতে চান তামিম ইকবাল

# অশ্বিন এবার আরব লিগে

**চেন্নাই, ৩১ অগাস্ট :** আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করে রবিচন্দ্রন জানিয়েছিলেন, তিনি এবার গ্লোবাল টি ২০ লিগে খেলবেন। এমনই একটি টুর্নামেন্টের জন্য তাঁর নাম রেজিস্ট্রেশনও করিয়েছেন। এবার জানা গেল অশ্বিন আসলে ইন্টারন্যাশনাল টি ২০ লিগে নিজের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই টুর্নামেন্ট হয় আরব আমিরশাহিতে। প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, আমি আমার নাম ইন্টারন্যাশনাল টি ২০ লিগের নিলামের জন্য পাঠিয়েছি। আশা করি কোনও একটি দল আমাকে কিনে নেবে। আরব টি ২০ লিগে ছ'টি দল অংশগ্রহণ করে। এরা হল, আবুধাবি নাইট রাইডার্স, ডেজার্ট ভাইপার্স, দুবাই ক্যাপিটালস, গালফ জায়ান্টস, এমআই এমিরেটস ও শারজা ওয়ারিয়র্স। রবিন উথাপ্পা, ইউসুফ পাঠান ও আম্বাতি রায়াডু লিগে খেলবেন বলে জানা গিয়েছে।

# ইউপি লিগে বিধ্বংসী রিঙ্কু

**লখনউ, ৩১ অগাস্ট :** এশিয়া কাপের আগে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন রিঙ্কু সিং। জাতীয় দলে ফিনিশারের ভূমিকা পালন করার জন্য তৈরি হচ্ছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটার। ইউপি টি-২০ লিগে ফের ব্যাট হাতে জ্বলে উঠলেন রিঙ্কু। লিগে মেরঠ ম্যাভরিকস দলের অধিনায়ক রিঙ্কু আগের ম্যাচে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি করেছিলেন। গোরখপুর লায়ন্সের বিরুদ্ধে ৪৮ বলে অপরাজিত ১০৮ রান করে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। এদিন কাশী রুদ্রাসের বিরুদ্ধেও ৪৮ বলে ৭৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ম্যাচ ফিনিশ করেন রিঙ্কু। এশিয়া কাপের আগে তাঁর এই ব্যাটিং দেখে খুশি ভক্তরা। রিঙ্কুর ইনিংসে ছিল ছ'টি ছক্কা ও ছ'টি বাউন্ডারি। ইনিংসের শেষ চার বলের স্কোরকার্ড ৬, ৪, ৬, ৬। রিঙ্কুর ব্যাটে ভর করেই তাঁর দল সাত উইকেটে ম্যাচ জেতে।

# টি-২০ বিশ্বকাপে ধোনিকে মেন্টর চায় বিসিসিআই

ধোনি আছেন নিজের মেজাজে। রাঁচিতে গল্ফ কোর্সে ক্যাপ্টেন কুল।

**মুম্বই, ৩১ অগাস্ট :** আগামী বছর ভারতের মাটিতে হবে টি-২০ বিশ্বকাপ। আর বিশ্বকাপে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ভারতীয় দলের মেন্টরের ভূমিকায় চায় বিসিসিআই। ইতিমধ্যেই ক্যাপ্টেন কুলকে সেই প্রস্তাব বোর্ডের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে বলেই খবর।

এই প্রসঙ্গে এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, ধোনিকে বিশ্বকাপের মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিসিসিআই মনে করছে, বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে ধোনি দলের সম্পদ হতে পারে। ওর ক্ষুরধার মস্তিষ্ক, নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা ভারতকে বাড়তি সুবিধা দেবে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও টিম ইন্ডিয়ার মেন্টরের ভূমিকায় ধোনিকে দেখা গিয়েছে। ২০২১ টি-২০ বিশ্বকাপে তিনি এই ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই সময় ভারতীয় দলের কোচ ও অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে রবি শাস্ত্রী এবং বিরাট কোহলি। সেবার অবশ্য সাফল্য পায়নি ভারতীয় দল। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে যান বিরাটরা। টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরেই দায়িত্ব ছাড়েন ধোনিও।

তবে আরও একবার মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব ধোনি গ্রহণ করবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। এর একটা বড় কারণ বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর। ধোনি ও গম্ভীরের সম্পর্ক মোটেই মধুর নয়। অতীতে বহুবার ধোনির সমালোচনা শোনা গিয়েছে গম্ভীরের মুখে। ধোনি তাই গম্ভীরের উপস্থিতিতে আদৌ মেন্টরের দায়িত্ব নিতে রাজি হবেন কি না সন্দেহ রয়েছে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি কোচ গম্ভীরের উপর আস্থা হারিয়েছে বোর্ড? নাহলে কেন ধোনিকে মেন্টর করার চিন্তাভাবনা শুরু হবে!

এদিকে, রবিবার বেঙ্গালুরুতে ফিটনেস টেস্টে উতরে গিয়েছেন রোহিত শর্মা-সহ সবাই। রোহিত-বুমরাদের এতে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে আর কোনও সমস্যা থাকল না।

# ডি'ভিলিয়ার্সের সেরা পাঁচে জায়গা নেই বন্ধু বিরাটের

**জোহানেসবার্গ, ৩১ অগাস্ট :** টেস্ট ক্রিকেটে তিনি যাঁদের সঙ্গে খেলেছেন তাদের মধ্যে থেকে সেরা পাঁচজনকে বেছে নিলেন এবি ডি'ভিলিয়ার্স। কিন্তু যেটা অবাক করার, তিনি বন্ধু বিরাট কোহলিকে এই পাঁচজনে রাখেননি। ডি'ভিলিয়ার্স জানিয়েছেন পঞ্চম জায়গাটায় শচীন তেন্ডুলকর ও বিরাটের মধ্য একজনকে নেওয়ার সুযোগ ছিল। তিনি প্রথম জনকেই বেছে নিয়েছেন।

'বেয়ার্ড বিফোর উইকেট' নামের একটি পডকাস্ট-এ ডি'ভিলিয়ার্স এই সেরা পাঁচ টেস্ট ক্রিকেটারকে বেছে নিয়েছেন। তিনি প্রথমেই বেছে নিয়েছেন নিজের দেশের প্রাক্তন অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস, ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার মহম্মদ আসিফ, অস্ট্রেলিয়ার প্রয়াত লেগস্পিনার শ্যেন ওয়ার্ন ও ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার শচীন তেন্ডুলকরকে। ইংল্যান্ডের স্পিনার আদিল রশিদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন তালিকায় বিরাটের নাম নেই কেন? ডি'ভিলিয়ার্স তখন বলেন এরকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। কারণ সবাইকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম চার জনের নাম করার পর শচীনকে নিয়ে ডি'ভিলিয়ার্স বলেন, যেভাবে শচীন দর্শকদের অভিবাদনের মধ্যে ব্যাট করতে নামতেন সেটা স্তব্ধ হয়ে দেখার মতো ঘটনা ছিল। যেভাবে শচীন ব্যাট করতেন সেটাও চুপচাপ দেখার মতো বিষয় ছিল। এরপর বিরাটের উদ্দেশে সরি বলে ডি'ভিলিয়ার্স জানান, শচীন ও বিরাটের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল বলে এই নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

ডি'ভিলায়ার্স জানান, একবার এমনই একটি দলে তিনি শচীনকে রাখেননি বলে ভারতে হেডলাইন হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিভিন্ন যুগের ক্রিকেটারদের মধ্যে তুলনা করা কঠিন। এই দলে ওয়ার্নকে রাখলেও ম্যাকগ্রাকে রাখতে পারেননি বলে আফসোস রয়েছে। তবে ডি'ভিলিয়ার্স যাই বলুন বিরাটকে সেরা পাঁচে না রাখা অনেকের পছন্দ হচ্ছে না। সেটা ডি'ভিলিয়ার্স ও বিরাটের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে বলেও।

এভাবে আর কতদিন? ছবি পোস্ট করে ঋষভ।

# ফের চোট শামির, বিদায় পূর্বাঞ্চলের

অর্শদীপের সঙ্গে শামি। রবিবার।

**বেঙ্গালুরু, ৩১ অগাস্ট :** নতুন করে চোট পেলেন মহম্মদ শামি! দলীপ ট্রফিতে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষ দিকে আর মাঠে দেখা যায়নি শামিকে। রবিবার ম্যাচের শেষ দিনেও মাঠে নামেননি অভিজ্ঞ পেসার। বরং জার্সি গায়ে সারাক্ষণ ড্রেসিংরুমের বাইরের বারান্দাতেই বসে ছিলেন।

ম্যাচের পর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক রিয়ান পরাগও স্বীকার করেছেন শামির চোটের কথা। তিনি বলেন, শামি ভাইয়ের এক পায়ের বুটের স্পাইকে অন্য পায়ের গোড়ালিতে চোট লেগেছে। তাই ও মাঠে নামেনি। তবে চোট কতটা গুরুতর তা নিয়ে কোনও মন্তব্য রিয়ান করেননি। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপের পর চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন শামি। চোট সারিয়ে শেষ পর্যন্ত মাঠে ফিরলেও, তাঁকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। দলীপে উত্তরাঞ্চল ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ২৩ ওভারে ১০০ রান দিয়ে মাত্র ১ উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি। সব মিলিয়ে প্রশ্নের মুখে শামির ক্রিকেট ভবিষ্যৎ।

এদিকে, উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হলেও, প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থাকার সুবাদে দলীপ ট্রফি থেকে ছিটকে গেল পূর্বাঞ্চল। এদিন উত্তরাঞ্চল নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৬৫৮ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার পর, পূর্বাঞ্চল আর ব্যাট করতে নামেনি। উত্তরাঞ্চলের হয়ে আয়ুষ বাদোনি অপরাজিত ২০৪ রান করেন। অঙ্কিত কুমার আউট হন ১৯৮ রানে। ফলে দলীপের সেমিফাইনালে উঠে গেল উত্তরাঞ্চল।

দলীপের অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে সেমিফাইনালে উঠেছে মধ্যাঞ্চল। সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চল খেলবে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে। অন্য সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চল মুখোমুখি হবে দক্ষিণাঞ্চলের। দু'টি ম্যাচই শুরু বৃহস্পতিবার থেকে।